বাংলাদেশ স্কাউটস এর মাসিক মুখপত্র

অগ্রদূত

AGRADOOT

বর্ষ ৬৭, সংখ্যা ০৬, জ্যৈষ্ঠ-আষাঢ় ১৪৩০, জুন ২০২৩

বাংলাদেশ স্কাউটস

SCOUT SHOP BANGLADESH

স্কাউটস শপ, বাংলাদেশ স্কাউটস

- বাংলাদেশ স্কাউটসের সদর দফতরের নিচতলায় স্কাউট শপের অবস্থান।
- স্কাউট শপে স্কাউটিং সংক্রান্ত সকল পণ্য পাওয়া যায়।
- শপটি সাপ্তাহিক ছুটি ও সরকারি ছুটির দিন ব্যতীত প্রতিদিন সকাল ৯.০০টা থেকে বিকাল ৫.০০টা পর্যন্ত খোলা থাকে।
- সরাসরি শপে উপস্থিত হয়ে নির্ধারিত মূল্যে পণ্য ক্রয় অথবা কুরিয়ার সার্ভিসের মাধ্যমে ক্রয়কৃত পণ্য সরবরাহ করা হয়।

যোগাযোগ

০১৯২৬-৩৩৪০৭০
০১৭২৩-৪৮০১৮২
০১৭৩১-৬৭৬৬০৭

scoutshopbs@gmail.com
Scout Shop – Bangladesh Scouts
https://www.facebook.com/scoutshopbd

বি.দ্রঃ বাংলাদেশ স্কাউটস কর্তৃক তৈরিকৃত স্কাউটিং পণ্যসামগ্রি সর্বসত্ত্ব সংরক্ষিত। এসব পণ্যের নকল করা, বিনা অনুমতিতে উৎপাদন কিংবা বাজারজাত করা আইনত দন্ডনীয়।

প্রধান উপদেষ্টা
ড. মো. মোজাম্মেল হক খান
সম্পাদক
মো. আবদুল হক
সম্পাদনা পরিষদ
সরোয়ার মোহাম্মদ শাহরিয়ার
আখতারুজ জামান খান কবির
মো. মহসিন
মো. মাহমুদুল হক
মোহাম্মদ আতিকুজ্জামান রিপন
ফাহমিদা
মাহমুদুর রহমান
মাহবুবা খানম
মো. জিয়াউল হুদা হিমেল
নির্বাহী সম্পাদক
রাসেল আহমেদ
সহ-সম্পাদক
জন্মজয় কুমার দাশ
মো. আরমান হোসেন
মো. এনামুল হাসান কাওছার
জে এম কামরুজ্জামান
শেখ হাসান হায়দার শুভ
চিত্রশিল্পী
মতুরাম চৌধুরী
প্রচ্ছদ ও গ্রাফিক্স
মো: ইব্রাহিম
ট্রিম কেয়ার
প্রিন্টিং অ্যান্ড প্রেস
সৃষ্টি প্রিন্টিং এন্ড প্যাকেজিং
বিনিময় মূল্য
বিশ টাকা
বাংলাদেশ স্কাউটস
৬০, আঞ্জুমান মুফিদুল ইসলাম রোড
কাকরাইল, ঢাকা-১০০০।
ফোন: ০২-২২২২২২২২-৬
পিএবিএক্স, সম্প্রসারণ-১৫৩
মোবাইল: ০১৭১২-৭৫৫০১৯ (বিকাশ নম্বর)
ই-মেইল
agradoot@scouts.gov.bd

মাসিক অগ্রদূত বাংলাদেশ স্কাউটসের ওয়েবসাইটে পাওয়া যাচ্ছে

ক্লিক করুন

www.scouts.gov.bd
www.agradoot.com.bd

বাংলাদেশ স্কাউটস এর মুখপত্র
অগ্রদূত
AGRADOOT
বর্ষ ৬৭ সংখ্যা ৬
জ্যৈষ্ঠ-আষাঢ় ১৪৩০
জুন ২০২৩

সম্পাদকীয়

পরিবেশই হলো প্রাণের ধারক। পরিবেশের ওপর নির্ভর করে মানুষ বা অন্য যে কোনো উদ্ভিদ বা প্রাণীর জীবনের উদ্ভব ও বিকাশ ঘটে। সুস্থ সুন্দর জীবনযাত্রার পূর্বশর্ত ভারসাম্যপূর্ণ পরিবেশ। অথচ এই পরিবেশকে আমরা নানানভাবে দূষিত করে তুলছি । জীববৈচিত্রকে ফেলছি হুমকিতে। পরিবেশ দূষণ রোধে চাই জনসচেতনতা । সমাজের সচেতন নাগরিক হিসেবে পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষায় স্কাউটরা অগ্রণী ভূমিকা পালন করবে বলে আমাদের বিশ্বাস । ইতোমধ্যে বাংলাদেশ স্কাউটস এর প্রধান জাতীয় কমিশনার মহোদয় জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবেলায় সারা দেশে ৫০ লক্ষ গাছের চারা রোপণের অনুশাসন প্রদান করেছেন। এই অনুশাসন বাস্তবায়নে প্রত্যেক স্কাউট সদস্যকে আমরা অনুরোধ জানাই ।

তাই আজ প্রকৃতির ওপর আধিপত্য নয়, আসুন প্রকৃতির সঙ্গে গড়ে তুলি মৈত্রীর সম্বন্ধ। আর সর্বাত্মক চেষ্টা করি প্রকৃতির ভারসাম্য বজায় রেখে, প্রকৃতির সহায়তায় নিজেদের জীবনধারাকে সুন্দর ভবিষ্যতের দিকে এগিয়ে নিয়ে যেতে।

প্রিয় পাঠক, যথাযোগ্য ধর্মীয় ভাবগাম্ভীর্যের মধ্য দিয়ে উদযাপিত হলো মুসলিম উম্মার পবিত্র অনুষ্ঠান ঈদুল আজহা। সাম্প্রদায়িক সম্প্রিতির এ দেশে যেকোন ধর্মীয় কিংবা সাংস্কৃতিক উৎসবাদি আনন্দের বার্তা বহন করে। জাতি, ধর্ম, বর্ণ, সম্প্রদায় নির্বিশেষে সকলকে জানাই ঈদের শুভেচ্ছা। কোরবানির পশুর বর্জ্য যত্রতত্র না ফেলে সরকারি নির্দেশনা অনুসরণ করুণ। নির্মল পরিবেশ বজায় রাখতে আমরা সকলে যেন দায়িত্বশীল ভূমিকা পালন করি।

সকলের প্রতি রইল শুভ কামনা। মহান সৃষ্টিকর্তা আমাদের সহায় হোন।

সূচীপত্র

সম্পাদকীয়	০১
সূচীপত্র	০২
বিশেষ প্রতিবেদন : ২৬ তম জাতীয় মাল্টিপারপাস ওয়ার্কশপ	০৩
বিশেষ প্রতিবেদন : বাংলাদেশ স্কাউটস এর ৬ষ্ঠ জাতীয় কনভেনশন	০৪
প্রতিবেদন : রোভার অঞ্চলে জনসংযোগ, মার্কেটিং ও ব্রান্ডিং বিষয়ক আঞ্চলিক কর্মশালা অনুষ্ঠিত	০৫
প্রতিবেদন: মুক্ত স্কাউট দলের সভাপতি/সম্পাদকগণের কনফারেন্স	০৬
প্রতিবেদন : হজ ক্যাম্পে রোভার স্কাউটদের সেবাদানকার্যক্রম পরিদর্শন করেন বাংলাদেশ স্কাউটস এর সহসভাপতি প্রফেসর নাজমা শমস	০৭
ফিচার : বঙ্গবন্ধুর জুলিও কুরি শান্তি পদক প্রাপ্তির সুবর্ণজয়ন্তী	০৮
ফিচার : যথাযোগ্য ধর্মীয় মর্যাদায় ঈদুল আযহা উদযাপিত	০৯
ফিচার : স্কাউট আন্দোলন ও বাংলাদেশে স্কাউটিং এর গোড়াপত্তনের ইতিহাস	১১
ফিচার : শঙ্খ শিল্পের ইতিহাস	১৩
ঢাকার প্রাচীন পেশা : কাহার	১৫
ফটো গ্যালারী	১৭-২৪
ফিচার : বিশ্ব পরিবেশ দিবস পালিত	২৫
সাম্প্রতিক বিশ্ব	২৬
স্বাস্থ্য কথা : সাধারণ জ্বর নাকি ডেঙ্গু, বুঝবেন কীভাবে ?	২৮
খেলাধুলা : ইন্টার মায়ামির সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ বিশ্বকাপজয়ী তারকা ফুটবলার মেসি	৩০
বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি : এশিয়ার সেরা ১০০ বিজ্ঞানীর তালিকায় দেশের ২ নারী	৩২
কৌতুক : হাসতে নাকি জানে না কেউ	৩৪
স্কাউট সংবাদ	৩৬-৪০

অগ্রদূত লেখকদের প্রতি

অগ্রদূত আপনার পত্রিকা। বছরের যে কোন সময়ে অগ্রদূত এর জন্য লেখা পাঠাতে পারেন। আপনার এলাকার যে কোন স্কাউট সংবাদ, স্থানীয়, আঞ্চলিক বা জাতীয় কোন অনুষ্ঠানে স্কাউটদের সম্পৃক্ততার বিষয়ে প্রতিবেদন বা সংবাদ পাঠাতে পারেন। লিখতে পারেন আপনার কোন স্মৃতিকথা, গল্প, কবিতা, ভ্রমণ কাহিনী, প্রবন্ধ বা নিবন্ধ। উত্তম ও দক্ষ, কাব-স্কাউট, রোভার, গার্ল ইন স্কাউট এর সদস্যদের সাক্ষাৎকার অগ্রদূত-এ প্রকাশ করা হয়। এ সাক্ষাতকার স্কাউট/রোভারবৃন্দের যে কেউ তৈরি করে ছবিসহ পাঠালে তা যত্নের সাথে প্রকাশ করা হবে। লক্ষ্য রাখবেন, আপনার লেখা যেন অগ্রদূত পাঠকদের জন্য উপযোগী হয়। কাগজের এক পৃষ্ঠায় পরিষ্কার হস্তাক্ষরে বা কম্পিউটার কম্পোজ করে লেখা পাঠাতে হবে। কাগজের উভয় পৃষ্ঠায় লিখে পাঠানো হলে তা প্রকাশ করা সম্ভব নয়। লেখা বা সংবাদের সাথে ছবি থাকলে ভাল হয়, ছবি অবশ্যই পরিষ্কার হতে হবে। ছবির চারপাশে কোন প্রকার ডিজাইন বা বর্ডার দেবেন না। তবে কেউ ছবি পাঠালে তার সাথে ক্যাপশন বা বিবরণ লিখে দিবেন। সে সাথে আপনার পূর্ণ ঠিকানা এবং ফোন/মোবাইল নম্বর উল্লেখ থাকতে হবে। অসম্পূর্ণ বা ঠিকানাবিহীন কোন লেখা প্রকাশ করা হবে না। অমনোনীত লেখা ফেরৎ দেয়া হয় না।

– সম্পাদক, অগ্রদূত

লেখা ই-মেইল করে পাঠানোর ঠিকানা: agradoot@scouts.gov.bd

ডাকযোগে: সম্পাদক, অগ্রদূত, বাংলাদেশ স্কাউটস, ৬০, আঞ্জুমান মফিদুল ইসলাম রোড, কাকরাইল, ঢাকা-১০০০।

স্কাউট প্রতিজ্ঞা ও স্কাউট আইন

স্কাউট প্রতিজ্ঞা

আমি আমার আত্মমর্যাদার উপর নির্ভর করে প্রতিজ্ঞা করছি যে

- আল্লাহ্ ও আমার দেশের প্রতি কর্তব্য পালন করতে
- সর্বদা অপরকে সাহায্য করতে
- স্কাউট আইন মেনে চলতে

আমি আমার যথাসাধ্য চেষ্টা করব।

স্কাউট আইন

- স্কাউট আত্মমর্যাদায় বিশ্বাসী
- স্কাউট সকলের বন্ধু
- স্কাউট বিনয়ী ও অনুগত
- স্কাউট জীবের প্রতি সদয়
- স্কাউট সদা প্রফুল্ল
- স্কাউট মিতব্যয়ী
- স্কাউট চিন্তা, কথা ও কাজে নির্মল।

আপনার সন্তান কেন স্কাউট হবে?

- স্কাউটিং নিয়মানুবর্তী হতে সাহায্য করে
- স্কাউটিং চরিত্র গঠনে সহায়ক
- স্কাউটিং সৎ ও সত্যবাদী হওয়ার শিক্ষা দেয়
- স্কাউটিং শরীর সুস্থ্য ও সবল করে
- স্কাউটিং ছেলে-মেয়েদের চৌকষ করে গড়ে তোলে
- স্কাউটিং বিশ্ব ভ্রাতৃত্ব ও বন্ধুত্বের সুযোগ সৃষ্টি করে
- স্কাউটিং ছেলে-মেয়েদের আত্মনির্ভরশীল করে গড়ে তোলে
- স্কাউটিং বিনয় ও ধৈর্য্য শিক্ষা দেয়
- স্কাউটিং ছেলে- মেয়েদের কর্মঠ ও শ্রমের মর্যাদা শেখায়
- স্কাউটিং সমাজ হিতৈষী নাগরিক সৃষ্টি করে
- স্কাউটিং ছেলে- মেয়েদের পরোপকারী ও জনসেবায় উদ্বুদ্ধ করে
- স্কাউটিং ছেলে- মেয়েদের অবসর গঠনমূলক কাজে লাগিয়ে মূল্যবোধের অবক্ষয় রোধে সাহায্য করে।

২৬ তম জাতীয় মাল্টিপারপাস ওয়ার্কশপ

৮-১০ জুন ২০২৩ তারিখ পর্যন্ত জাতীয় স্কাউট প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, মৌচাক গাজীপুরে ২৬ তম জাতীয় মাল্টিপারপাস ওয়ার্কশপ অনুষ্ঠিত হয়। ৮ জুন ২০২৩ তারিখ জাতীয় মাল্টিপারপাস ওয়ার্কশপের শুভ উদ্বোধন করেন বাংলাদেশ স্কাউটস এর প্রধান জাতীয় কমিশনার ও দুর্নীতি দমন কমিশনের মাননীয় কমিশনার (অনুসন্ধান) ড. মোঃ মোজাম্মেল হক খান।

১০ জুন ২০২৩ তারিখ ২৬ তম জাতীয় মাল্টিপারপাস ওয়ার্কশপের সমাপনী অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ স্কাউটস এর সভাপতি জনাব মোঃ আবুল কালাম আজাদ।

জাতীয় মাল্টিপারপাস ওয়ার্কশপে বাংলাদেশ স্কাউটস এর জাতীয় কমিশনারবৃন্দ, জাতীয় উপ কমিশনারবৃন্দ, আঞ্চলিক স্কাউট প্রতিনিধি, প্রফেশনার স্কাউট এক্সিকিউটিভগণ এবং অঞ্চল কর্তৃক মনোনীত রোভার স্কাউটরা অংশগ্রহণ করেন।

■ অগ্রদূত ডেস্ক

বাংলাদেশ স্কাউটস এর ৬ষ্ঠ জাতীয় কনভেনশন

বাংলাদেশ স্কাউটস ফাউন্ডেশনের ৬ষ্ঠ জাতীয় কনভেনশন ২২ জুন ২০২৩ তারিখ সন্ধ্যা ৭-০০ ঘটিকায় স্কাই সিটি হোটেল অডিটোরিয়াম সিদ্বেশ্বরী সার্কুলার রোড, মালিবাগ মোড়, ঢাকায় অনুষ্ঠিত হয়। কনভেনশনে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, ড. মোঃ মোজাম্মেল হক খান, প্রধান জাতীয় কমিশনার, বাংলাদেশ স্কাউটস ও মাননীয় কমিশনার, দুর্নীতি দমন কমিশন। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন বাংলাদেশ স্কাউটস ফাউন্ডেশন এর সভাপতি ও প্রাক্তন মুখ্য সচিব জনাব মোঃ আব্দুল করিম।

প্রার্থনা সংগীতের মাধ্যমে কনভেনশনের সূচনা হয়। অনুষ্ঠানে আগত অতিথি ও অংশগ্রহণকারীদের শুভেচ্ছা জানিয়ে স্বাগত বক্তব্য রাখেন বাংলাদেশ স্কাউটস এর জাতীয় কমিশনার (ফাউন্ডেশন) জনাব সাফিনা রহমান। এরপর ফাউন্ডেশন বিভাগের কার্যক্রমের রিপোর্ট উপস্থাপন করেন, জাতীয় কমিশনার (জনসংযোগ ও মার্কেটিং) জনাব এম এম ফজলুল হক আরিফ। কনভেনশনে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান পরিবেশন করে সুবিধা বঞ্চিত স্কাউট সদস্যবৃন্দের দল টিটিএল স্কাউট ইউনিট। কনভেনশনে অংশগ্রহণকারীবৃন্দ তাঁদের মতামত ও অনুভূতি প্রকাশ শেষে বিশেষ অতিথির বক্তব্য রাখেন, এটর্নী জেনারেল জনাব এ এম আমিন উদ্দিন। প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখেন, ড. মোঃ মোজাম্মেল হক খান, প্রধান জাতীয় কমিশনার, বাংলাদেশ স্কাউটস ও কমিশনার, দুর্নীতি দমন কমিশন। সভাপতির বক্তব্য রাখেন জনাব মোঃ আব্দুল করিম। অনুষ্ঠানে অতিথিবর্গের সাথে ফাউন্ডেশনের সদস্যগণের ফটোসেশানের মাধ্যমে কনভেনশনের সমাপ্তি হয়।

দেশের শিশু, কিশোর ও যুবদের স্কাউটিং এর বিশেষ প্রশিক্ষণের মাধ্যমে সুনাগরিক হিসেবে গড়ে তোলার প্রত্যয়ে বাংলাদেশ স্কাউটস কার্যক্রমে সহয়তার জন্য ১৯৯৪ সনে বাংলাদেশ স্কাউটস ফাউন্ডেশন গঠিত হয়। মাত্র ১২ জন সদস্য নিয়ে যাত্রা শুরু করে এ ফাউন্ডেশনে বিভিন্ন ক্যাটাগরীতে বর্তমান সদস্য সংখ্যা ৫৪২ জন। জাতীয় পর্যায়ে অনুষ্ঠিত এই কনভেনশন সদস্যদের মধ্যে পারস্পরিক ভাতৃত্ববোধ বৃদ্ধি, ফাউন্ডেশন কার্যক্রম সম্পর্কে প্রতিবেদন উপস্থাপন ও নতুন সদস্য অন্তর্ভুক্তির মাধ্যমে প্রতিনিয়ত এর ব্যাপ্তি বৃদ্ধি পাচ্ছে।

■ অগ্রদূত ডেস্ক

রোভার অঞ্চলে জনসংযোগ, মার্কেটিং ও ব্রান্ডিং বিষয়ক আঞ্চলিক কর্মশালা অনুষ্ঠিত

১ জুন ২০২৩ বাংলাদেশ স্কাউটস রোভার অঞ্চলের আঞ্চলিক স্কাউট প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, বাহাদুরপুর গাজীপুরে বাংলাদেশ স্কাউট রোভার অঞ্চলের ব্যবস্থাপনায় জনসংযোগ, মার্কেটিং ও ব্রান্ডিং বিষয়ক আঞ্চলিক কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। কর্মশালার উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ স্কাউটস এর জাতীয় কমিশনার (জনসংযোগ ও মার্কেটিং) জনাব এম এম ফজলুল হক আরিফ। স্বাগত বক্তব্য রাখেন রোভার অঞ্চলের সম্পাদক প্রফেসর মোঃ এনামুল হক। ওয়ার্কশপ পরিচালক ছিলেন রোভার অঞ্চলের আঞ্চলিক উপ কমিশনার (জনসংযোগ ও মার্কেটিং) ড. কামাল উদ্দিন।

কর্মশালায় স্কাউটিং এর ব্র্যান্ডিং ও মার্কেটিং, অগ্রগতি ও পরিকল্পনা, অঞ্চল, জেলা ও উপজেলায় পিআরএম টিম ও টাস্কফোর্স গঠন, দায়িত্ব বন্টন, মূল্যায়ন ও রিপোর্ট প্রেরণ, স্কাউটিং এর মার্কেটিং ও ব্র্যান্ডিং এ লিডারগণের দায়িত্ব ও কর্তব্য এবং সুপারিশ প্রণয়, প্রচার ও সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে স্কাউটিং এর মার্কেটিং ও ব্র্যান্ডিং, আঞ্চলিক ও জেলার পিআরএম কার্যক্রম উপস্থাপন ও পর্যালোচনা ইত্যাদি বিষয়ে সেশন পরিচালিত হয়। দিনব্যাপী জনসংযোগ, মার্কেটিং ও ব্রান্ডিং বিষয়ক আঞ্চলিক কর্মশালায় রোভার স্কাউট লিডার এবং রোভারসহ মোট ৫০ জন অংশগ্রহণ করেন।

■ অগ্রদূত ডেস্ক

মুক্ত স্কাউট দলের সভাপতি/সম্পাদকগণের কনফারেন্স

১৫ জুন ২০২৩ বৃহস্পতিবার ঢাকা মেট্রোপলিটন স্কাউট ভবনের নিজাম হলে বাংলাদেশ স্কাউটসের এক্সটেনশন স্কাউটিং বিভাগ কর্তৃক "মুক্ত স্কাউট দলের সভাপতি/সম্পাদক গণের কনফারেন্স" আয়োজনকরা হয়। বিকাল ৪টায় দিনব্যাপী এই কনফারেন্সের সমাপনী অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়। সমাপনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ স্কাউটসের প্রধান জাতীয় কমিশনার ও দুর্নীতি দমনকমিশনে রমাননীয় কমিশনার ড. মোঃ মোজাম্মেল হক খান। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জাতীয় কমিশনার (গার্ল ইন স্কাউটিং) অধ্যাপক সুপ্রিয়া ভট্টাচার্য্য এবং জাতীয় কমিশনার (ফাউন্ডেশন) জনাব সাফিনা রহমান। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন জাতীয় উপ কমিশনার (এক্সটেনশন স্কাউটিং) জনাব মোঃ আবুহান্নান এবং জনাব মোঃ ইয়াছিনুর রহমান রাকিব। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন জাতীয় কমিশনার (এক্সটেনশন স্কাউটিং) জনাব আই কে সেলিম উল্লাহ খোন্দকার। ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন নির্বাহী পরিচালক (অতিরিক্ত দায়িত্ব) জনাব উনু চিং।

মুক্ত স্কাউট দলের সভাপতি/সম্পাদকগণের কনফারেন্স এ বাংলাদেশ স্কাউটস এর জাতীয় উপকমিশনার বৃন্দ, বিভিন্ন পর্যায়ের স্কাউটার বৃন্দ এবং রোভার স্কাউটরা অংশগ্রহণ করে। দিনব্যাপী এই কনফারেন্সে এক্সটেনশন স্কাউটিং বিভাগের চলমান-কার্যক্রমের উপর ভিডিও চিত্র প্রদর্শন করা হয়। এছাড়া মটিভেশনাল স্পিচ, কীনোট পেপার উপস্থাপন, গ্রপওয়ার্ক ইত্যাদি কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়। শেষে সুপারিশ মালা গ্রহণ এবং তা চুড়ান্ত করা হয়। মুক্ত আলোচনার মাধ্যমে মুক্ত স্কাউট দলের সভাপতি/সম্পাদক গণের কনফারেন্স এর দিনব্যাপী কার্যক্রমের সমাপ্তি হয়।

■ আগ্রদূত ডেস্ক

হজ ক্যাম্পে রোভার স্কাউটদের সেবাদানকার্যক্রম পরিদর্শন করেন বাংলাদেশ স্কাউটস এর সহসভাপতি প্রফেসর নাজমা শামস

১৮ মে ২০২৩ থেকে ঢাকার আশকোনাস্থ স্থায়ী হজক্যাম্পে রোভার স্কাউট দের মাধ্যমে ২০২৩ সনের সেবাকাজ আরম্ভ হয়। বাংলাদেশ স্কাউটস এর সহসভাপতি প্রফেসর নাজমা শামস হজ ক্যাম্পে রোভার স্কাউটদের সেবাদান কার্যক্রম পরিদর্শ করেন। পরিদর্শন শেষে কার্যক্রম নিয়ে তিনি সন্তুষ্টি প্রকাশ করেন এবং রোভার স্কাউটদের বিভিন্ন দিকনির্দেশনা দেন।

হজ ক্যাম্পে রোভার স্কাউটদের সেবাদা কার্যক্রম পরিচালনা কমিটির সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী নির্ধারিত কোটা এবং শিফট অনুসারে সকল অঞ্চল থেকে রোভার স্কাউটবৃন্দ স্বেচ্ছাসেবক হিসেবে সেবাদানের সুযোগপায় । হজ ক্যাম্পে দায়িত্ব পালনের জন্য রোভার স্কাউট ও রোভার স্কাউট লিডারবৃন্দকে মনোনয়ন করা হয় রোভার অঞ্চলের মাধ্যমে।

কমপক্ষে সদস্য স্তরর থেকে সর্বোচ প্রশিক্ষণ স্তরের সুস্থ, কর্মঠ, ধৈর্যশীল এবং সেবা কাজকরার মনোভাব সম্পন্ন রোভার স্কাউটরা হজ ক্যাম্পে সেবাদা নের জন্য মনোনীত হয়। মনোনীত রোভার স্কাউটর হজ ক্যাম্পে ১ বার দায়িত্ব পালনের সুযোগ পায়। ১ জন রোভার স্কাউট কে প্রতিদিন ২টি শিফটে সেবাদান করতে হবে। উল্লেখ্য যে, ঢাকা ও গাজীপুর জেলার রোভার স্কাউট বৃন্দ ৩ দিনে ৬ শিফট এবং অন্যান্য জেলা সমূহের রোভার স্কাউটরা ৭ দিনে ১৪ শিফটে ধারাবাহিক ভাবে সেবাদানের সুযোগ পায় । হজ ক্যাম্পে সেবা দানকার সকল কে স্কাউট পোষাকের উপর নির্ধারিত ভেস্ট পরিধান করতে হয়। উল্লেখ্য যে, প্রতি শিফটে বরাদ্দ কৃত কোটা অনুযায়ী ২ জন রোভার স্কাউট লিডার দায়িত্বে থাকেন।

রোভার স্কাউট ও রোভার স্কাউট লিডারদের কে হজ ক্যাম্পে সার্বক্ষনিক অবস্থানের জন্য সময়োপযোগী হালকা বিছানা পত্র, প্লেট ও মগ/ গ্লাস সহ অন্যান্য নিত্য ব্যবহার্য জিনিষ-পত্রসাথে আনতে হয় এবং সেবাদানকারী সকলকে একটি ব্যক্তিগত তথ্য ফরম পূরণ করে জমা দিতে হয়। পরবর্তীতে হজ ক্যাম্পে সেবাদান কারী রোভার স্কাউটদের সার্টিফিকেট প্রদানকরা হয়। যা সেবাদানকারী রোভার স্কাউউদের পি আর এস অ্যাওয়ার্ড ও সমাজ উন্নয়ন অ্যাওয়ার্ড প্রাপ্তিতে সহায়ক হিসেবে বিবেচিত হয়।

■ অগ্রদূত ডেস্ক

বঙ্গবন্ধুর জুলিও কুরি শান্তি পদক প্রাপ্তির সুবর্ণজয়ন্তী

বঙ্গবন্ধুর জুলিও কুরি শান্তি পুরস্কার বাংলাদেশের প্রথম আন্তর্জাতিক সম্মান

'জুলিও কুরি শান্তি পদক' প্রদানকারী বিশ্ব শান্তি পরিষদ (WPC) একটি সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী বেসরকারি সংস্থা। ১৯৪৯ সালে সংস্থাটি তিনটি ক্যাটাগরিতে পুরস্কার প্রবর্তন করে আন্তর্জাতিক শান্তি পুরস্কার, সম্মান-সূচক আন্তর্জাতিক শান্তি পুরস্কার (মরণোত্তর) এবং শান্তি পদক। ১৯৫৯ সালে শান্তি পদকের নামকরণ করা হয় 'জুলিও কুরি শান্তি পদক'। ১০. অক্টোবর ১৯৭২ চিলির রাজধানী সান্তিয়াগোতে বিশ্ব শান্তি পরিষদের প্রেসিডেন্সিয়াল কমিটির সভায় ঘোষিত ও নিপীড়িত

জনগণের অধিকার আদায়ের সংগ্রামে তথা বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠায় অসাধারণ অবদানের স্বীকৃতি হিসেবে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে 'জুলিও কুরি শান্তি পদক' প্রদানের ঘোষণা দেওয়া হয়। ২৩ মে ১৯৭৩ জাতীয় সংসদের উত্তর প্লাজার উন্মুক্ত চত্বরে আয়োজিত বিশ্ব শান্তি পরিষদের উদ্যোগে ঢাকায় অনুষ্ঠিত হয় দু'দিনব্যাপী Asian Peace & Security Conference। তৎকালীন মহাসচিব রমেশ চন্দ্র বঙ্গবন্ধুকে 'জুলিও কুরি শান্তি পদক' পরিয়ে দেন। ২৩ মে ২০২৩ বঙ্গবন্ধুর 'জুলিও কুরি শান্তি পদক' লাভের ৫০ বছর পূর্তি হয়। এ উপলক্ষে বাংলাদেশ সরকার নানান উৎসবের আয়োজন করে ।

■ অগ্রদূত ডেস্ক

যথাযোগ্য ধর্মীয় মর্যাদায় ঈদুল আযহা উদযাপিত

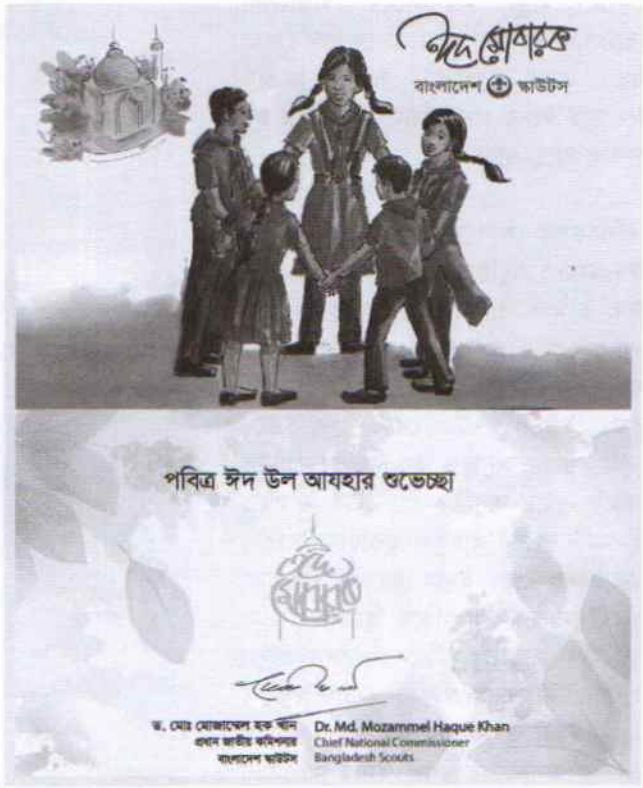

২৯ জুন, ২০২৩ যথাযথ ধর্মীয় মর্যাদা, ভাবগাম্ভীর্য ও উৎসাহ উদ্দীপনার মধ্য দিয়ে সারাদেশে মুসলমানদের অন্যতম বড় ধর্মীয় উৎসব ঈদুল আজহা উদযাপিত হয়। মহান আল্লাহর অপার অনুগ্রহ লাভের আশায় ঈদের জামাত শেষে ধর্মপ্রাণ মুসলমানরা সামর্থ অনুয়ায়ী পশু কোরবানি করেছেন। নামাজ শেষে মুসুল্লিদের অনেকেই কবরস্থানে ছুটে গেছেন। চিরবিদায় নেয়া তাদের স্বজনদের কবরের পাশে দাঁড়িয়ে অশ্রুসজল চোখে এই আনন্দের দিনে তাদের রুহের মাগফিরাত কামনা করে আল্লাহর দরবারে আকুতি জানান। ঈদুল-আজহা উপলক্ষ্যে মহামান্য রাষ্ট্রপতি মো. সাহাবুদ্দিন ও মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা দেশবাসীসহ বিশ্বের সকল মুসলমানদের আন্তরিক অভিনন্দন ও মোবারকবাদ জানিয়ে পৃথক বাণী দিয়েছেন। বাংলাদেশ স্কাউটস এর সভাপতি জনাব মোঃ আবুল কালাম আজাদ, প্রধান জাতীয় কমিশনার ড. মোঃ মোজাম্মেল হক খান এবং নির্বাহী পরিচালক (অ.দা.) জনাব উনুচিং বিশেষ ঈদ কার্ডের মাধ্যমে স্কাউট সংশ্লিষ্ট সকলকে শুভেচ্ছা জানিয়েছেন।

উল্লেখ্য, প্রায় চার হাজার বছর আগে মহান আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টি লাভের জন্য হজরত ইবরাহীম (আ.) নিজ পুত্র হজরত ইসমাইল (আ.)কে কোরবানি করার উদ্যোগ নিয়েছিলেন। কিন্তু পরম করুণাময় অসীম দয়ালু আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের অপার কুদরতে হজরত ইসমাইল (আ.)-এর পরিবর্তে একটি দুম্বা কোরবানি হয়ে যায়। হজরত ইবরাহীম (আ.)-এর ত্যাগের মহিমার কথা স্মরণ করে বিশ্বব্যাপী মুসলিম সম্প্রদায় জিলহজ মাসের ১০ তারিখে আল্লাহ পাকের অনুগ্রহ লাভের আশায় পশু কোরবানি করে থাকে।

আর্থিকভাবে সামর্থ্যবান মুসলিমের জন্য মহান আল্লাহ কোরবানি ওয়াজিব বা অপরিহার্য করে দিয়েছেন। এ জন্য ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ থেকে কোরবানি করাই এ দিনের উত্তম ইবাদত। সেই ত্যাগ ও আনুগত্যের আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে সারাদেশের মুসলিম সম্প্রদায় আজ দিনের শুরুতেই মসজিদে সমবেত হন এবং ঈদুল আজহার দুরাকাত ওয়াজিব নামাজ আদায় করেন। নামাজের খুতবায় খতিব কোরবানির তাৎপর্য তুলে ধরেন।

জিলহজ্ব মাসের ১০ তারিখে ঈদুল আজহা উদযাপিত হলেও পরের দুই দিনও পশু কোরবানি করার বিধান রয়েছে। সামর্থবান মুসলমানদের জন্য কোরবানি ফরজ হলেও ঈদের আনন্দ থেকে দরিদ্র-দুঃস্থরাও বঞ্চিত হননি। কোরবানির পশুর চামড়া বিক্রির সমুদয় অর্থ এবং কোরবানি দেয়া পশুর

মাংসের তিন ভাগের এক ভাগ তাদের মধ্যে বন্টন করে দেয়া হয়।

গতবারের মতো এবারও করোনার বিস্তার রোধে স্বাস্থ্যবিধি মেনে ঈদ উদযাপন করছেন মুসলমানরা। পশু কোরবানির ক্ষেত্রে স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের স্বাস্থ্যসেবা বিভাগের নির্দেশনা যথাযথভাবে পালন করা হয়। এবার হাইকোর্ট সংলগ্ন জাতীয় ঈদগাহে ঈদের প্রধান জামাত অনুষ্ঠিত হয় সকাল সাড়ে ৭টায়।

ঐতিহাসিক শোলাকিয়া ঈদগাহ ময়দানের ঈদ জামাত অনুষ্ঠিত হয় সকাল ৯টায়। এই ঈদ জামাত প্রতিবছরের মতো এবারও বায়তুল মোকাররম জাতীয় মসজিদে ঈদের নামাজ আদায় করতে ৫টি জামাত অনুষ্ঠিত হয়। সকাল ৭টা থেকে পর্যায়ক্রমে জামাতগুলো অনুষ্ঠিত হয়। প্রথম জামাত সকাল ৭টায় অনুষ্ঠিত হয়। এই জামাতে ইমামতি করেন বায়তুল মুকাররম জাতীয় মসজিদের পেশ ইমাম হাফেজ মাওলানা এহসানুল হক। মুকাব্বির ছিলেন বায়তুল মুকাররম জাতীয় মসজিদের খাদেম আব্দুল হাদী। দ্বিতীয় জামাত সকাল ৮টায় অনুষ্ঠিত হয়। ইমামতি করেন বায়তুল মুকাররম জাতীয় মসজিদের পেশ ইমাম মাওলানা মুহীউদ্দিন কাসেম। মুকাব্বির ছিলেন বায়তুল মুকাররম জাতীয় মসজিদের মুয়াজ্জিন (অব.) হাফেজ ক্বারী মোঃ আতাউর রহমান। তৃতীয় জামাত অনুষ্ঠিত হয় সকাল ৯টায়। ইমামতি করেন ইসলামিক ফাউন্ডেশনের মুফাসসির ড. মাওলানা আবু সালেহ পাটোয়ারী। মুকাব্বির ছিলেন বায়তুল মুকাররম জাতীয় মসজিদের প্রধান খাদেম মো. শহিদ উল্লাহ। চতুর্থ জামাত অনুষ্ঠিত হয় সকাল ১০টায়। এতে ইমামতি করেন ইসলামিক ফাউন্ডেশনের পরিচালক মাওলানা মো. আনিসুজ্জামান সিকদার। মুকাব্বির ছিলেন বায়তুল মুকাররম জাতীয় মসজিদের খাদেম হাফেজ মো. রুহুল আমিন। পঞ্চম ও সর্বশেষ জামাত অনুষ্ঠিত হয় সকাল পৌনে ১১টায়। এতে ইমামতি করেন ইসলামিক ফাউন্ডেশনের মুফতি মাওলানা মোহাম্মদ আবদুল্লাহ। মুকাব্বির ছিলেন বায়তুল মুকাররম জাতীয় মসজিদের খাদেম হাফেজ মো. জহিরুল ইসলাম।

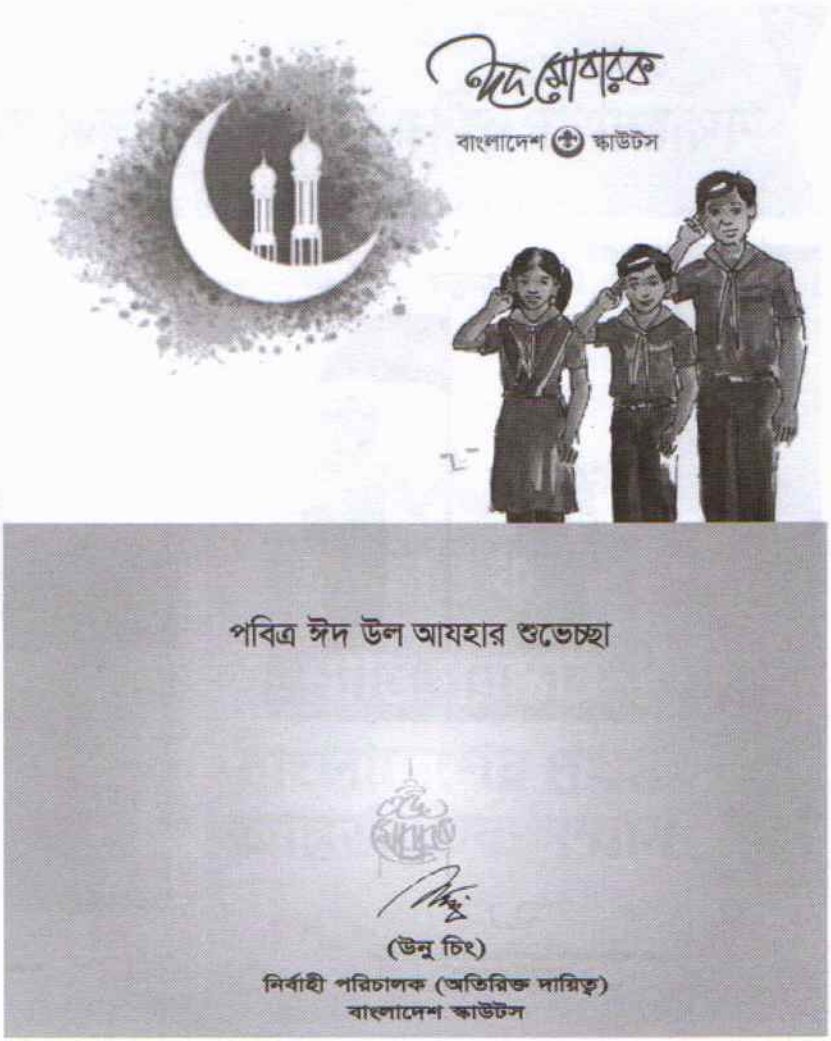

সারাদেশে বিভাগ, জেলা, উপজেলা, সিটি কর্পোরেশন, পৌরসভা, সশস্ত্র বাহিনী বিভাগ এবং সরকারি সংস্থাসমূহের প্রধানগণ জাতীয় কর্মসূচীর আলোকে নিজ নিজ কর্মসূচি প্রণয়ন করে ঈদ উদযাপন করেন। এছাড়াও বাংলাদেশ টেলিভিশন, বাংলাদেশ বেতার ও বেসরকারি গণমাধ্যমসমূহ যথাযোগ্য গুরুত্ব সহকারে বিশেষ অনুষ্ঠান প্রচার ও সংবাদপত্রসমূহে বিশেষ সংখ্যা প্রকাশ করে। ঈদ উদযাপন উপলক্ষে দেশের সকল হাসপাতাল, কারাগার, সরকারি শিশু সদন, বৃদ্ধ নিবাস, মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্রে উন্নতমানের খাবার পরিবেশন করা হয়। বিদেশে অবস্থিত বাংলাদেশ দূতাবাস ও মিশনসমূহে যথাযথভাবে পবিত্র ঈদুল আযহা উদযাপন করেছে। এ উপলক্ষে সারাদেশে আইন শৃংখলা পরিস্থিতি রক্ষার্থে বিশেষ ব্যবস্থা নেয়া হয়।

কুরবানীকৃত পশুর রক্ত বা বর্জ্য পদার্থ দ্বারা যাতে পরিবেশ দুর্গন্ধময় না হয় সে- বিষয়ে সকল প্রকার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে দেশের সকল সিটি কর্পোরেশনসহ দেশের সকল স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান। ঈদুল আজহার পূর্ববর্তী জুমার খুৎবায় এ বিষয়ে মুসল্লীদের সচেতন করা হয়।

■ আগ্রদূত ডেস্ক

স্কাউট আন্দোলন ও বাংলাদেশে স্কাউটিং এর গোড়াপত্তনের ইতিহাস

বিশ্বব্যাপী স্কাউট আন্দোলনের প্রতিষ্ঠাতা রবার্ট স্টিফেনশন স্মিথ লর্ড ব্যাডেন পাওয়েল অব গিলওয়েল (Robert Stephenson Smyth Lord Baden Powell of Gilwell) যাকে সারা দুনিয়ার স্কাউটরা সংক্ষেপে বি. পি. বলে জানে। তাঁর জন্ম হয় ১৮৫৭ সালের ২২ ফেব্রুয়ারি লন্ডনের হাইড পার্কে। তিনি কর্মজীবনে সেনাবাহিনীতে যোগ দেন। বি.পি. ১৮৯৯ সালে দক্ষিণ আফ্রিকার ক্ষুদ্র সীমান্ত শহর ম্যাফেকিং-এ যখন ২১৭ দিন বুয়রদের দ্বারা অবরুদ্ধ ছিলেন, তখন তাঁর নিজ সেনাদলের পাশাপাশি স্থানীয় বালকদের ব্যবহার করে যে সফলতা লাভ করেছিলেন, পরবর্তীতে সেই চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে স্কাউটিং বালকদের মাঝে ছড়িয়ে দেয়ার পদক্ষেপ নেন এবং কালক্রমে তা মহান আন্দোলনে রূপ নেয়।

ম্যাফেকিং জয়ের পর দেশে ফিরে ২০ জন বালক নিয়ে ২৯শে আগস্ট থেকে ০৮ই সেপ্টেম্বর ১৯০৭ পর্যন্ত ইংল্যান্ডের ব্রাউন-সী দ্বীপে ব্যাডেন পাওয়েল যে পরীক্ষামূলক ক্যাম্প আয়োজন করেছিলেন; তারই ফলশ্রুতিতে সারা ইংল্যান্ড ও আমেরিকায় এবং পর্যায়ক্রমে সারা বিশ্বে এই আন্দোলন ছড়িয়ে পড়ে। ১৯০৮ সালে স্কাউটদের জন্য সবচেয়ে ব্যবহার উপযোগী বি.পি.-র লেখা "স্কাউটিং ফর বয়েজ" বইটি প্রকাশিত হয়। ১৯০৯ সালের মধ্যে চিলি, জার্মান, সুইডেন, ফ্রান্স, নরওয়ে,

হাংগেরি, মেক্সিকো, আর্জেন্টিনা, সিংগাপুর প্রভৃতি দেশে স্কাউট আন্দোলন ছড়িয়ে পড়ে। ব্যাপক জনপ্রিয় এই বইটি ছিল স্কাউটদের জন্য দিক-নির্দেশনা যা এ আন্দোলনকে আরও বেগবান করে। ১৯১৪ সালে কাব স্কাউটিং এবং ১৯১৮ সালে স্কাউটের বয়োজ্যেষ্ঠ শাখা রোভারিং শুরু হয়। ১৯২০ সালে ইংল্যান্ডের অলিম্পিয়াতে বিশ্বের প্রথম জাম্বুরি অনুষ্ঠিত হয়।

১৯১৩ সালে ড. তারাপুরওয়ালার নেতৃত্বে বেনারসে, পণ্ডিত শ্রীরাম বাজপেয়ীর নেতৃত্বে উত্তর প্রদেশের শাহজাহানপুরে, ১৯১৪ সালে মিসেস এ্যানি বেশান্তের পৃষ্ঠপোষকতায় কানপুরে ও শ্রীলংকায়, ১৯১৫ সালে ল্যাজলীমুনের নেতৃত্বে সিন্ধুতে, ১৯১৬ সালে ডাঃ এস. এ মল্লিকের নেতৃত্বে বাংলায় ও ঐ একই বছর এন. মহাজনের নেতৃত্বে বোম্বাইয়ে স্কাউটিং এর মশাল প্রজ্জ্বলিত হয়। উল্লেখ্য, তখনও এদেশের ছেলেরা স্কাউটিং করবে একথা বৃটিশ সরকার মেনে নেয়নি এবং বৃটিশ স্কাউট এসোসিয়েশনও এদেশের স্কাউটিং আন্দোলন-কে কোন স্বীকৃতি দেয়নি। ১৯১৭ সালে যখন এই উপমহাদেশের প্রায় প্রতিটি প্রদেশে স্কাউটিং ছড়িয়ে পড়েছে তখন এই আন্দোলনকে স্বীকৃতি দেওয়ার জন্য সরকারের কাছে আবেদন করা হয় কিন্তু বৃটিশ সরকার আবেদন অগ্রাহ্য করে।

১৯১৮ সালে এ্যানি বেশান্তের নেতৃত্বে 'ভারত স্কাউট এসোসিয়েশন' উপমহাদেশে স্কাউটিং কার্যক্রম শুরু করে। এই এসোসিয়েশনের কার্যাবলী কিশোর যুবক তথা মানুষকে স্কাউটিং এর প্রতি আকৃষ্ট করে। স্কাউটিং এর মহৎ উদ্দেশ্য জনসাধারণকে প্রভাবিত করে। ব্যাপক জনসমর্থন দেখে বৃটিশ সরকার ১৯১৯ সালে এদেশের ছেলেদের জন্য স্কাউটিং না করতে দেওয়ার নিষেধাজ্ঞা তুলে নেয়।

এরপর ১৯২০ সালে 'বেংগল বয় স্কাউট এসোসিয়েশন' স্বীকৃতি প্রাপ্ত প্রাদেশিক স্কাউট সংগঠন হিসেবে গঠিত হয়। এর সদর দপ্তর স্থাপন করা হয় কলকাতায়। এভাবেই এই উপমহাদেশে স্কাউট আন্দোলনের শুভযাত্রা সূচিত হয় এবং ১৯৩৮ সালে ভারত স্কাউট এসোসিয়েশন বিশ্ব স্কাউট সংস্থার স্বীকৃতি পায়।

বাংলাদেশে স্কাউটিং:
বর্তমান বাংলাদেশ এলাকার স্কাউট গ্রুপসমূহ তৎকালীন 'বেংগল বয় স্কাউট এসোসিয়েশন' এর তালিকাভুক্ত ছিল। এই এসোসিয়েশনের তালিকাভুক্ত জেলা স্কাউটস হিসেবে ১৯২০ সাল থেকে ১৯৪৬ সাল পর্যন্ত বর্তমান বাংলাদেশ অর্থাৎ তৎকালীন পূর্ব বাংলায় স্কাউটিং চালু ছিল।

১৯৪৭ সালে ভারতবর্ষ পাকিস্তান ও ভারত এই দুই নামে দুটি পৃথক রাষ্ট্রে বিভক্ত হয়। পাকিস্তান আবার পূর্ব পাকিস্তান ও পশ্চিম পাকিস্তান নামে দু'ভাগে বিভক্ত থাকে। সেই পূর্ব পাকিস্তান বর্তমান বাংলাদেশ।

১৯৪৭ সালের ১ ডিসেম্বর জনাব জালাল উদ্দিন সুজার প্রচেষ্টায় পাকিস্তানের করাচীতে 'পাকিস্তান বয় স্কাউট এসোসিয়েশন' গঠিত হয়। ১৯৪৮ সালের ২২ মে কক্সবাজারের কৃতি সন্তান স্কাউটার এ. এম. সলিমুল্লাহ ফাহমীর নেতৃত্বে 'ইস্ট বেংগল স্কাউট এসোসিয়েশন' গঠিত হয় এবং এর কার্যালয় স্থাপিত হয় ঢাকায়।

এর আগে কলকাতায় 'বেংগল বয় স্কাউট এসোসিয়েশন' এর কার্যালয় থাকায় দেশ ভাগের পর প্রায় শূন্য হাতে কোন রেকর্ডপত্র ব্যতিরেকেই স্কাউটারদের প্রচেষ্টায় এবং প্রাদেশিক গভর্নরের তহবিল থেকে দেওয়া বছরে মাত্র এক হাজার টাকা পুঁজি সম্বল করে 'ইস্ট বেংগল বয় স্কাউট এসোসিয়েশন' কাজ শুরু করে।

প্রাক্তন প্রাদেশিক কমিশনার জনাব এ. এম. সলিমুল্লাহ ফাহমী, প্রাদেশিক সাংগঠনিক কমিশনার এইচ. জি. এস. বিভার, প্রাদেশিক সম্পাদক এ. এফ. এম. আবদুল হক, সাংগঠনিক সম্পাদক ওয়াকিল আহম্মদ আব্বাসী এবং আরও কয়েকজন স্কাউটিং নিবেদিত প্রাণ ব্যক্তিবর্গের সম্মিলিত ও আন্তরিক প্রচষ্টায় তদানিন্তন 'ইস্ট বেংগল বয় স্কাউট এসোসিয়েশন' একটি শক্তিশালী প্রাদেশিক সংগঠন হিসেবে গড়ে ওঠে।

পরবর্তীতে 'ইস্ট বেংগল বয় স্কাউট এসোসিয়েশন' নাম পরিবর্তন করে 'পূর্ব পাকিস্তান বয় স্কাউট এসোসিয়েশন' নামকরণ করা হয়। বর্তমানের 'বাংলাদেশ স্কাউটস', 'পাকিস্তান বয় স্কাউট এসোসিয়েশন' এর প্রদেশিক শাখা হিসেবে ১৯৪৭ সাল থেকে ১৯৭১ সাল পর্যন্ত সম্পৃক্ত ছিল।

স্বাধীনতা যুদ্ধের পর স্বাধীন বাংলাদেশে ১৯৭২ সালের ৮ ও ৯ এপ্রিল ঢাকায় বাংলাদেশ স্কাউটসের প্রথম জাতীয় কাউন্সিল সভা বাংলাদেশের প্রথম প্রধানমন্ত্রী ও বাংলাদেশ স্কাউটস এর প্রথম সভাপতি জনাব তাজউদ্দিন আহমদ এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত কাউন্সিল সভার সিদ্ধান্ত অনুসারে সভার ২য় দিন ৯ এপ্রিল 'বাংলাদেশ বয় স্কাউট সমিতি' গঠিত হয়। প্রথম জাতীয় কমিশনার নির্বাচিত হন জনাব পিয়ার আলী নাজির । ১১ সেপ্টেম্বর, ১৯৭২ স্বাধীন বাংলাদেশের প্রেসিডেন্ট জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নির্দেশে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের মহামান্য রাষ্ট্রপতির ১১১নং অধ্যাদেশ জারীর মাধ্যমে 'বাংলাদেশ বয় স্কাউট সমিতি' সরকারি স্বীকৃতি লাভ করে।

১৯৭৪ সালের ১ জুন বিশ্ব স্কাউট সংস্থা 'বাংলাদেশ বয় স্কাউট সমিতি'কে বিশ্ব স্কাউট কনফারেন্সের ১০৫তম সদস্য হিসেবে স্বীকৃতি দেয়। ১৯৭৮ সালের ১৮ জুন পঞ্চম কাউন্সিল সভায় 'বাংলাদেশ বয় স্কাউট সমিতি'র নাম পরিবর্তন করে 'বাংলাদেশ স্কাউটস' করা হয়। যা এখনো বিদ্যমান আছে।

লেখক :
মোহাম্মদ গোলাম মোস্তফা
পরিচালক (সমাজ উন্নয়ন ও স্বাস্থ্য)
বাংলাদেশ স্কাউটস।

■ আগ্রদূত ডেস্ক

শঙ্খ শিল্পের ইতিহাস

শিল্পকলা আদিসভ্যতার নিদর্শন এবং সৃজনশীল এর অবিচ্ছেদ্য অংশ। সমাজ ব্যবস্থার উন্নতিতে শিল্পকলায় আধুনিকতার স্পর্শ পরিলক্ষিত হয়েছে। এই ধারায় আজকের-আলোচ্য বিষয় -- "শঙ্খশিল্প"

শঙ্খশিল্প লোকশিল্পের একটি প্রাচীনতম ও উল্লেখযোগ্য শাখা। নানাপৌরাণিক অনুষঙ্গ এবং ঐতিহাসিক উপাদান এ শিল্পের প্রাচীনতার স্বাক্ষর বহনকরছে। দাক্ষিণাত্যে প্রায় দুহাজার বছর পূর্ব থেকে এ শিল্পের প্রচলন ছিলবলে জানা যায়। তামিলনাড়ুর প্রাচীন রাজধানী কোরকাই এবং কায়েলের ভগ্নস্তুপ থেকে শঙ্খশিল্পের প্রাচীন নিদর্শন আবিষ্কৃত হয়েছে।

MaduraikkanchilSilappathikaram (আনু. ১ম শতক) নামে তামিল ভাষার দুটি কাব্য থেকে জানা যায়যে, কোরকাই ও গুজরাটের নানা শহরে শঙ্খশিল্প বিকশিত হয়েছিল। মাদ্রাজ সরকারকর্তৃক সংরক্ষিত শঙ্খশিল্পের নিদর্শন দেখে জেমস হরনেল বলেন যে, খ্রিস্টীয় ১ম-২য় শতকেই মহীশূর, হায়দ্রাবাদ, গুজরাট, কাথিয়াবার প্রভৃতি অঞ্চলে শঙ্খশিল্প বিকাশ লাভ করেছিল। পরে শঙ্খশিল্প সবচেয়ে বেশি প্রসার লাভ করেবাংলাদেশের ঢাকা শহরে এবং ক্রমে ঢাকা হয়ে ওঠে ভারতবর্ষে শঙ্খশিল্পের প্রধান কেন্দ্র।

কোরকাই থেকে ঢাকা শহরে শঙ্খশিল্প কেন্দ্রীভূত হওয়ার কারণ হিসেবে হরনে-লমনে করেন, মালিক কাফুর কর্তৃক চতুর্দশ শতকে টিনেভেলি জেলায় হিন্দুরাজ্য ধ্বংসের পর সে অঞ্চলের শঙ্খশিল্পীরা ঢাকায় চলে আসে। কিন্তু দীনেশ চন্দ্র সেনের মতে ঢাকায় স্বাধীনভাবেই শঙ্খশিল্পের বিকাশ ঘটে। তিনি প্রাচীন বাংলাসাহিত্যে বঙ্গনারীদের শঙ্খের ব্যবহার লক্ষ্য করেই এরূপ মন্তব্য করেছেন।

ঢাকায় বলাল সেনের (১২শ শতক) আমল থেকে শঙ্খশিল্পের প্রচলন হয় বলে অনুমান করা হয়। শাঁখারি সম্প্রদায় প্রথমে বিক্রমপুরে বসতি স্থাপন করে।

সতেরো শতকে মুগলরা ঢাকায় এলে শাঁখারীদের এখানে আনা হয় এবং তারা ব্যবসায়ের উপযুক্ত একটি এলাকা নির্ধারণপূর্বক বসতি স্থাপন করে, যার বর্তমান নাম শাঁখারী বাজার।

শঙ্খশিল্পের প্রধান উপকরণ সমুদ্রের বিশেষ কয়েক প্রজাতির শঙ্খ, যা শ্রীলঙ্কার জাফনা ও ভারতের মাদ্রাজের তিতপুরে পাওয়া যায়। শঙ্খের অলঙ্কার তৈরির জন্য যেসব প্রজাতির শঙ্খ ব্যবহৃত হয় সেগুলি: তিতপুটি, রামেশ্বরি, ঝাঁজি, দোয়ানি, মতি-ছালামত, পাটি, গারবেশি, কাচ্চাম্বর, ধলা, জাডকি, কেলাকর, জামাইপাটি, এলপাকারপাটি, নায়াখাদ, খগা,

সুর্কিচোনা, তিতকৌড়ি, জাহাজি, গড়বাকি, সুরতি, দুয়ানাপটি ও আলাবিলা। এগুলির মধ্যে তিতকৌড়ি শঙ্খ সর্বোৎকৃষ্ট, তারপরেই জাডকি ও পাটি শঙ্খের স্থান; আলাবিলা সর্বনিকৃষ্ট। ১৯১০ সালে ১৫০টি তিতকৌড়ি শঙ্খের মূল্য ছিল ৪০-৪৫ টাকা, ১৯৯৯ সালে তাবৃদ্ধি পেয়ে হয় ১৪০০০-৩০০০০ টাকা।

বিভিন্ন মাপের শঙ্খবলয় তৈরিতে ২.৫-৪ ইঞ্চি ব্যাসের শঙ্খ ব্যবহৃত হয়।শঙ্খের অলঙ্কারাদি নির্মাণে অন্য যেসকল উপকরণ প্রয়োজন সেগুলি-করাত, তেপায়া টুল, হাতুড়ি, নরুন ইত্যাদি। বর্তমানে শঙ্খ কেটে বলয় বের করার জন্য প্রাচীন আমলের করাতের পরিবর্তে বিদ্যুৎ চালিত এক ধরনের গোলাকার করাত ব্যবহৃত হয়।

ভালো আকৃতির একটি শঙ্খ থেকে মাঝারি ধরণের সর্বোচ্চ ৪টি, আর সরুধরণের ১০টির মতো শাঁখা পাওয়া যায়। শাঁখা কেটে বের করার পর সেগুলির ভেতর ওবাইরের দিক মসৃণ করে তাতে বিভিন্ন নকশা তোলা হয়। সেসব নকশার মধ্যে থাকে ফুল, লতা, ধানের শীষ, মাছ, পাখি ইত্যাদি মোটিফ। সর্বমোট বারোটি ধাপে শাঁখানির্মাণের কাজ সম্পন্ন হয়।

শঙ্খ দিয়ে নানা জিনিস তৈরি হয়। হাতের শাঁখাহলো শঙ্খশিল্পের প্রধান দিক; এ ছাড়াও কানের টপ, খোঁপার কাঁটা, চুলের-ক্লিপ, শঙ্খের মালা, ঘড়ির চেন, আংটি, বোতাম, ব্রুশ, ব্যাংগেল, ব্রেসলেট প্রভৃতি অলঙ্কারও তৈরি হয়। ইদানীং শঙ্খের সাহায্যে কিছু নিত্য-প্রয়োজনীয় সামগ্রী ও তৈরি হচ্ছে, যার মধ্যে আতরদানি, ফুলদানি, এসট্রে, সেপটিপিন, পেপারওয়েট ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য ।

বিশেষ এক প্রকার শঙ্খ হাইড্রোক্লোরিক এসিড ও জলের দ্রবণের সাহায্যে উজ্জ্বল করে তার গায়ে বিভিন্ন নকশা আঁকা হয়, যাকে বলে জলশঙ্খ। হিন্দুদের পূজানুষ্ঠানে জলশঙ্খে পবিত্র গঙ্গাজল রাখা হয়। আর এক ধরণের শঙ্খ ব্যবহৃতহয় বাদ্যযন্ত্র হিসেবে। এই শঙ্খে বিশেষ প্রক্রিয়ায় ফুঁ দিয়ে মাঙ্গলিক ধ্বনি করা হয়; পূজা-বিবাহাদি অনুষ্ঠানে এরূপ শঙ্খধ্বনি অত্যাবশ্যক।

যুগভেদে হাতের শাঁখার বিভিন্ন নাম পাওয়া যায়, যথা: প্রাচীন যুগগাড়া (২-৪০ গাছা পর্যন্ত); মধ্যযুগ সাতকাণা, পাঁচদানা, তিনদানা, বাচ্চাদার, সাদাবালা, আউলাকেশী ইত্যাদি; বর্তমান যুগ সোনা বাঁধানো, টালি, চিত্তরঞ্জন, পানবোট, সতীলক্ষ্মী,

জালফাঁস, হাঁইসাদার, দানাদার, সাদাশাঁখা, শঙ্খবালা, ইংলিশপ্যাঁচ, ভেড়াশঙ্খ, শিকলি বালা, নেকলেস বালা, লতাবালা, ধানছড়ি, চৌমুক্ষি, হাসিখুশি, তারপেঁচ, জয়শঙ্খ, পাথুরহাটা, মোটালতা, মুড়িদার, আঙ্গুর পাতা, বেণী, বাঁশগির, গোলাপবালা, নাগরী বয়লা ইত্যাদি।নিকট অতীতেও বিবাহিত হিন্দু নারীরা এগুলি ব্যবহার করতেন; এমনকি অনেক মুসলিমনারীও শখের বশে বিভিন্ন ধরণের শঙ্খ পরিধান করতেন। বর্তমানে এসবের ব্যবহারকমে গেছে।

হিন্দু সম্প্রদায়ের বিয়ের অন্যতম প্রধান অনুষঙ্গ শাঁখা। সনাতন শাস্ত্রমতে ওরীতি অনুযায়ী বিয়ের অনুষ্ঠানে স্বামীর কল্যাণে ও সধবা পরিচয় প্রদানেরলক্ষ্যে শাঁখা ব্যবহার করেন হিন্দু বিবাহিত মেয়েরা। সমুদ্রের শঙ্খ দ্বারা তৈরী হয় শাঁখা। এই শাঁখা যারা তৈরী করেন তাদেরকে শাঁখারি বলা হয়।গোপালগঞ্জ জেলা সদরের বিভিন্ন জায়গায় রয়েছে ঐতিহ্যবাহী শাঁখাশিল্প।

সমুদ্রের বড় বড় শঙ্খগুলো কেটে হাতের কাজের মাধ্যমে তৈরী করা হয় শাঁখাসহ এ শঙ্খের তৈরী বিভিন্ন জিনিস পত্র। কিন্তু বর্তমানে শঙ্খের তৈরী জিনিস পত্রের ব্যবহার কমে যাওয়ায় হারিয়ে যেতে বসেছে শাঁখা শিল্প। তারপরও শুধু হিন্দু সম্প্রদায়ের চাহিদা মেটাতে পূর্বপুরুষের এ পেশা এখনো ধরেরেখেছেন গোপালগঞ্জের কয়েকজন শাঁখারি। শাঁখা শিল্পের প্রধান উপকরণ সমুদ্রের বিশেষ কয়েক প্রজাতির শঙ্খ থেকে আসে। আর এ শঙ্খ গুলো দেশের মধ্যে ঢাকা, চট্টগ্রাম ও খুলনার কয়েকজন আমদানি করে থাকেন শ্রীলঙ্কা ও ভারত (পশ্চিমবঙ্গের কালিঘাট, ওডিশার পুরী, বিভিন্ন সমুদ্র এলাকা) থেকে। শাঁখা শিল্পেরপ্রধান বাজার ঢাকার শাঁখারী বাজার, খুলনার ধর্মসভা ও দোলখোলা থেকে শঙ্খকিনে এনে নিজস্ব কারখানায় অলংকার তৈরি করেন শিল্পীরা। ঢাকার শাঁখারী বাজারশঙ্খের অলংকার কেনা বেচার প্রধান কেন্দ্র হলেও চট্টগ্রাম, খুলনা, ঝালকাঠি, পিরোজপুর ও গোপালগঞ্জে শঙ্খ ব্যবসার ব্যাপক প্রচলন রয়েছে। হিন্দুসম্প্রদায়ের বিয়ে, পূজা-পার্বণ উপলক্ষে শাঁখার অলংকার দীর্ঘ দিন যাবতব্যবহৃত হয়ে আসছে।

একটি ভালো আকৃতির শঙ্খ দিয়ে তিন জোড়াশাঁখা তৈরি হয়। ৮০০ থেকে ১০০০ টাকা করে একটি শঙ্খের দাম। শঙ্খ গোলাকার করেকেটে বিভিন্ন আকারের বলয় তৈরি করা হয়। এরপর সেটিকে শিল পাথরে ঘষে মসৃণ করাহয় এবং বিভিন্ন নকশা আঁকা হয়। এ সব শাঁখা প্রতি জোড়া ৫০০ থেকে ২০০০ টাকায় বিক্রি হয়। এ ছাড়া সোনা দিয়ে বাঁধাই করা শাঁখাও পাওয়া যায়। এ গুলোর দামসোনার পরিমাণের ওপর নির্ভর করে নির্ধারিত হয়।

এ শিল্পের সঙ্গে জড়িত কয়েকজন শাঁখারি বলেন, এক সময় আশপাশের এলাকা থেকেও লোকজন এখানে শাঁখা কিনতে আসতেন। কিন্তু সময়ের সঙ্গে সঙ্গে এখন তার বিক্রি পরিমাণ কমে গেছে । আস্তে আস্তে এ শিল্পেরসঙ্গে জড়িতরা অন্য ব্যবসা শুরু করছে। আমাদের দুঃখ, কষ্ট, অভাব-অভিযোগ কেউশোনে না, তাই এ শিল্প আজ ধ্বংস প্রায়। পাঁচ বছর আগেও ১০-১৫টি দোকান ছিল, এখন আছে মাত্র ৮/৯টি দোকান। শাঁখারি সুমন কুমার দত্ত বলেন, জীবিকার তাগিদেনয়, পূর্ব পরুষের ঐতিহ্য ধরে রাখতে আমরা এ শিল্পের সঙ্গে এখনো রয়েছি।

শাঁখারি অমৃত কুমার বিশ্বাস বলেন, এ শিল্প গোপালগঞ্জে আজ ধ্বংস প্রায়। শাঁখা তৈরির কাঁচামালের অভাব, দাম বেড়ে যাওয়া সহ নানা কারণে হাজার বছরের পুরোনো এ শিল্পকে ধরে রাখতে হিমশিম খাচ্ছেন শাঁখা শিল্পীরা। যদি সরকারি সহযোগিতা ও সহজ শর্তে স্বল্প সুদে ঋণ প্রদানকরা যায় তাহলে এ শিল্প আবারো তার পুরানো ঐতিহ্য ফিরে পাবে।

বহু বছর পূর্ব থেকেই ঢাকার শঙ্খবলয় ভারতবর্ষের বিভিন্ন অঞ্চলে রপ্তানি হতো। সতেরো শতকে নেপাল, ভুটান, চীন, বার্মা প্রভৃতি দেশে প্রতি বছর প্রায় পাঁচ লাখ টাকার শাঁখা রপ্তানি হতো বলে জানা যায়। বর্তমানে উৎপাদিত পণ্যসামগ্রী দেশের মধ্যেই বিক্রি হয়। ঢাকার শাঁখারী বাজার শঙ্খ কেনাবেচার প্রধান কেন্দ্র। ঢাকার বাইরে চট্টগ্রাম, ঝালকাঠী ও গৌরনদীতেও শঙ্খব্যবসা প্রচলিত। দেশের অন্যান্য অঞ্চলের ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীরা ঢাকা থেকে শাঁখা কিনেনিয়ে প্রত্যন্ত অঞ্চলে বিক্রি করে। এছাড়া বিভিন্ন পূজা-পার্বণ ও মেলাউপলক্ষেও শাঁখার অলঙ্কার বিক্রি হয়।

সামাজিক অবস্থা ও মানুষের রুচিবোধের পরিবর্তনের ফলে বাংলার ঐতিহ্যবাহী এই শিল্পের ওপর বিরূপ প্রভাব পড়েছে। আধুনিক প্রযুক্তির অবদানে এখন নানা ধরণের চুড়ি ও বালা তৈরি হচ্ছে, যা অতি অল্প মূল্যে ক্রেতারা কিনতে পারে। এই চুড়ি বা বালা শাঁখার তুলনায় টেকসই ও মনোহর। প্রায় শতবর্ষ পূর্বে হরনেল লিখেছিলেন, বিলেতি বেলোয়ারি চুড়ি ও বিদেশী প্যাটার্নের গহনার প্রতি অনুরাগ বেড়ে যাওয়ার কারণে বাঙালি ঘরের মেয়েরা ক্রমশই শাঁখার প্রতি আকর্ষণ হারিয়ে ফেলছে।

কেবল ক্রেতার রুচি বোধের পরিবর্তনই নয়, শাঁখারি সম্প্রদায়ের তরুণসদস্যদের রুচি ও চিন্তায়ও আধুনিকতার স্পর্শ লেগেছে। পূর্বপুরুষের পেশাত্যাগ করে অনেকেই এখন ভিন্ন পেশার প্রতি আকৃষ্ট হচ্ছে। ফলে শিল্পীর সংখ্যা দিনদিন কমে যাচ্ছে। শঙ্খের অপ্রতুলতাও এ ক্ষেত্রে প্রভাব ফেলেছে।

গ্রন্থপঞ্জি:

১. দীনেশচন্দ্র সেন, বৃহৎ বঙ্গ (২য় খন্ড), কলকাতা, ১৯৩৫;

২. তোফায়েল আহমদ, আমাদের প্রাচীন শিল্প, ঢাকা, ১৯৬৪;

৩. James Hornell, 'The Chank-Bangle Industry: Its Antiquity and Present Condition' in Memoirs of Asiatic Society Journal (Vol. 3), Calcutta, ১৯১২;

৪. James Taylor, Sketch of the Topography and Statistics of Dacca, Calcutta, ১৯৪০.

মায়াবী দত্ত
গভর্নমেন্ট কলেজ অব এ্যাপাইড হিউম্যান সায়েন্স
ঢাকা-বিশ্ববিদ্যালয়

ঢাকার প্রাচীন পেশা

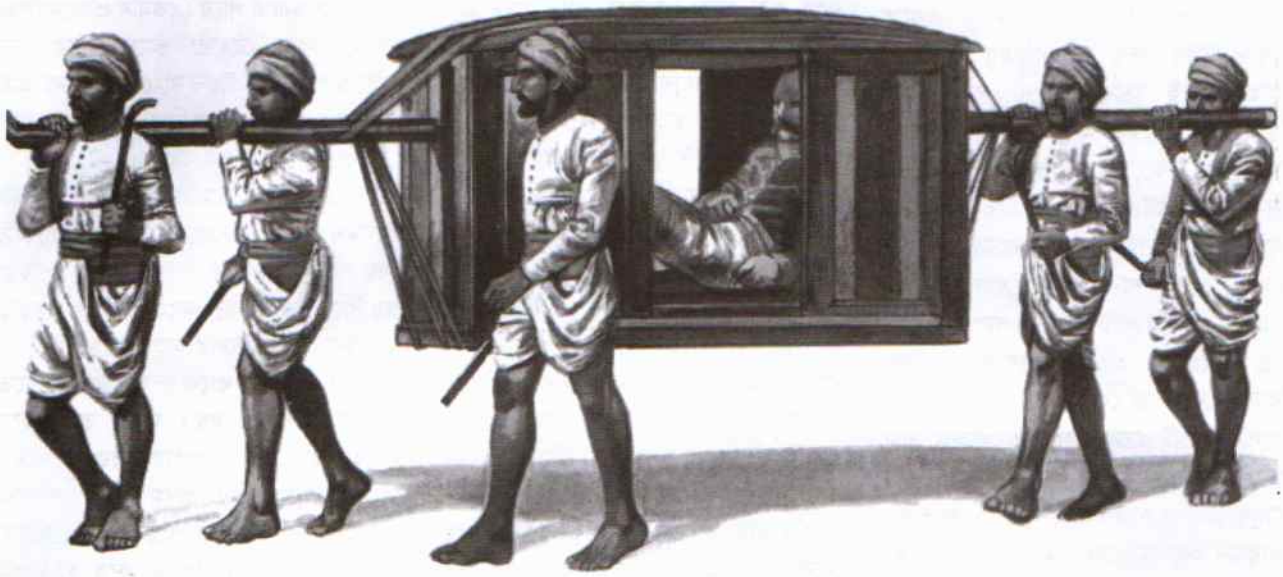

প্রারম্ভিক কথা

ব্রিটিশ-ভারতের ঢাকার প্রথম সিভিল সার্জন ছিলেন ডা. জেমস নরটন ওয়াইজ। কত সাল থেকে কত সাল সেটা নিশ্চিত করে জানা সম্ভব হয়নি। তবে ড. শরিফউদ্দিন আহমেদ থেকে জেমস ওয়াইজ কর্তৃক ১৮৬৬ সালে ও ১৮৬৮ সালে ঢাকার দুটি রিপোর্টের কথা জানা যায়। যেখানে তৎকালীন ঢাকার পেশার বিশদ বিবরণ পাওয়া যায়। জেমস ওয়াইজের লেখা 'নোটস অন রেসেস, কাস্টম অ্যান্ড ট্রেডস অফ ইস্টার্ণ বেঙ্গল' বইটি লন্ডন থেকে প্রকাশিত হয় ১৮৮৩ সালে। কাজেই ধরে নেয়া যায় আঠারো শতকের ষাটের দশকে জেমস ওয়াইজ ঢাকার সিভিল সার্জন ছিলেন।

জেমস ওয়াইজের লেখা বইটির মাত্র বারো কপি ছাপা হয়েছিল বলে জানা যায়। ২০০০ সালে বইটি ফওজুল করিমের অনুবাদে অধ্যাপক মুনতাসীর মামুনের ভূমিকা, সম্পাদনা ও টীকাসহ 'পূর্ব বঙ্গের বিভিন্ন জাতি, বর্ণ ও পেশার বিবরণ' নামে প্রকাশিত হয়।

জেমস ওয়াইজের লেখা থেকে তৎকালীন ঢাকার প্রায় দুই শত'র অধিক পেশার তথ্য পাওয়া যায়। বিচিত্র সব পেশা ছিল সেই সময়ের ঢাকা বা পূর্ব বঙ্গে। পূর্ব বঙ্গ তো বটেই তৎকালে বর্তমান ভারতের ত্রিপুরা, আসামও ঢাকার কর্তৃত্বের মধ্যেই ছিল। কাজেই ঢাকার ইতিহাসকে বাংলাদেশের ইতিহাস ধরে নেয়া অযৌক্তিক হবে না।

ডা. জেমস ওয়াইজের ঢাকার পেশাগুলোর শেকড়সন্ধান করা হয়েছে এই লেখায়। এর মানে হলো ওয়াইজের বর্ণনা ও পরবর্তীতে যারা বিষয়গুলো নিয়ে কাজ করেছেন তাদের বর্ণনা এবং শেষমেশ ঐ পেশার বর্তমান কী অবস্থা। এই হলো লেখাগুলোর বিষয়বস্তু।

কাহার

উনিশ শতক পর্যন্ত ঢাকার বিভিন্ন উৎসবের মধ্যে প্রধান আকর্ষণ ছিল ঈদ মিছিল। প্রখ্যাত শিল্পী আলম মুসাওয়ারের আঁকা উনিশ শতকের প্রথমার্ধের ঢাকার ঈদ ও মহররম মিছিলের ছবি থেকে পালকির প্রমাণ পাওয়া যায়। নবাবি আমলে ঢাকার মহররম ও ঈদ মিছিলের বর্ণাঢ্য রূপ ও সেসবের ব্যাপকতা উল্লেখ্য করার মতো। ছবিগুলো দেখে অনুমান করা যায়, নায়েব-এ-নাজিমদের বাসস্থান নিমতলী প্রাসাদের ফটক থেকে বিভিন্ন পথ ঘুরে চকবাজার, হোসেনি দালান হয়ে মিছিলটি শেষ হতো সম্ভবত শুরুর জায়গায় এসে। মিছিলে থাকত জমকালো হাওদায় সজ্জিত হাতি, উট ও পালকি। সামনের হাতিতে থাকতেন নায়েব-এ-নাজিম। বাদ্যযন্ত্র এবং রংবেরংয়ের নিশান। দর্শকরা সারি বেঁধে থাকতেন রাস্তার দুই পাশে, ছাদে। তাঁদের মধ্যে দেশীয়, মোগল, ইংরেজ সাহেব ও মেমরা পর্যন্ত থাকতেন। নায়েব-এ-নাজিমরা যখন নিমতলী প্রাসাদে বসবাস শুরু করেছিলেন তখন থেকেই পালকির ব্যবহার শুরু হয়েছিল বলে ধারণা করা হয়।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তার ছেলেবেলায় পালকির গল্প শুনিয়েছিলেন : 'পালকিখানা ঠাকুরমাদের আমলের। খুব দরাজ বহর তার, নবাবি ছাদের। ডাণ্ডা দুটো আট-আটজন বেহারার কাঁধের মাপের। হাতে সোনার কাঁকন, কানে মোটা মাকড়ি, গায়ে লাল রঙের হাত কাটা মেরজাই-পরা বেহারার দল সূর্য-ডোবার রঙিন মেঘের মতো সাবেক ধনদৌলতের সঙ্গে সঙ্গে গেছে মিলিয়ে। এই পালকির

গায়ে ছিল রঙিন লাইনে আঁকজোক কাটা, কতক তার গেছে ক্ষয়ে; দাগ ধরেছে যেখানে-সেখানে, নারকোলের ছোবড়া বেরিয়ে পড়েছে ভেতরের গদি থেকে। এ যেন এ কালের নাম-কাটা আসবাব, পড়ে আছে খাজাঞ্চিখানার বারান্দার এক কোণে। আমার বয়স তখন সাত-আট বছর।' এই রেখায় সেই সময়কার পালকির একট নিখুঁত বর্ণনা পাওয়া যায়। সেই সময় বলতে রবীন্দ্রনাথের জন্ম ১৮৬১-এর ৭ মে। তাহলে এই বর্ণনা ১৮৬৮ বা ১৮৬৯ খ্রিষ্টাব্দের। যেহেতু এটি তাঁর ঠাকুরমাদের আমলের, কাজেই বর্ণনার পালকিটির নির্মাণকাল অষ্টাদশ শতক হবে। অষ্টাদশ শতকের কোম্পানি যুগ তো বটেই, পূর্ববর্তী নবাবি তথা শেষ মোগল যুগেও পালকির প্রচলন ছিল বাংলায়। এসব পালকি যথেষ্ট উন্নত ধরনের এবং কারুকার্যময় ছিল, বিবরণ থেকে তা বোঝা যায়।

পালকি শব্দটি এসেছে সংস্কৃত 'পালঙ্ক' শব্দ থেকে। যার অর্থ শয্যা বা বিছানা। এটি মানুষ চালিত চাকাবিহীন বাহন। পালকির আয়তন অনুযায়ী বেহারার সংখ্যায় পার্থক্য থাকত। সবচেয়ে ছোট ছিল ২ বেহারার পালকি। অপেক্ষাকৃত বড় ছিল ৪, ৬ ও ৮ বেহারার পালকি। আট বেহারার পালকি সাধারণত ব্যবহার করতেন বিত্তশালী জমিদাররা। ১৯২২-১৯২৪ সালের দিকেও পালকিতে চড়ে জমিদার লম্বা নলের হুঁকোসহ জমিদারি পর্যবেক্ষণে বের হতেন। ভেতরে গদি ও বালিশসহ তিনি শুয়ে থাকতেন এবং শুয়ে শুয়েই পরগনা অবলোকন ও প্রয়োজনীয় আদেশ দিতে দিতে পথ চলতেন। চার বেহারার পালকিতে মায়ের সঙ্গে শিশুও যেতে পারত। তবে ২ বেহারার পালকিতে একটু জড়োসড়ো হয়ে একজন বসতে পারত। একেবারে দরিদ্রদের মধ্যে প্রচলন ছিল 'মাফা' নামে পালকি জাতীয় বাহন, যার ওপরটা ঢেকে দেয়া হতো কাপড় দিয়ে।

সেই সময় জমিদার-জোতদার থেকে শুরু করে রক্ষণশীল মুসলিম পরিবারের যুবতী, নববিবাহিতা, বৃদ্ধ-বৃদ্ধাদের গমনাগমনের প্রধান বাহন ছিল পালকি। পালকি ছাড়া তো বিয়ে-শাদি কল্পনাই করা যেত না। বর-কনে বহন ছাড়াও নিত্যদিনের বাহন হিসেবে তখন ব্যবহৃত হতো পালকি। সামান্য পথটুকু চলতেও খানদানি প্রমাণে পালকি লাগত। সমাজের উঁচু স্তরের লোকদের খাসমহল থেকে ঘোড়ার পিঠ পর্যন্ত বা পানসি ঘাট পর্যন্ত যেতেও পালকি ব্যবহার করা হতো। সমাজের জ্ঞানী-গুণী মানুষদের বরণ করতে তৎকালে পালকির বিকল্প ছিল না। এখনকার মোটর শোভাযাত্রার মতো, সুধীজন ও সম্মানীয় জনদের পালকি দিয়ে বরণ করা হতো। ঢাকায় এমন সময় ছিল যখন বিয়ের অনুষ্ঠান পালকি ছাড়া হতোই না, পালকি ছাড়া বিয়ে অনুষ্ঠান সম্পন্ন হলে যেন নিজেদের হতভাগা বলে মনে করা হতো। নতুন বউ তুলে দেয়া হতো বরের বাড়িতে পালকিতে করে। আবার এ বিয়ে উপলক্ষে পালকি সাজানো হতো মনোলোভা ও দৃষ্টিনন্দন সৌন্দর্যে।

তখনকার দিনে বিত্তশালী ও উচ্চবংশীয় লোকদের প্রত্যেকের বাড়িতে পালকি ছিল বংশের মর্যাদার প্রতীক। সব পরিবারে আবার পালকি ছিল না। উৎসব-পার্বণ পালকি ছাড়া তো চলত না। যাদের পালকি ছিল না তারা অর্থের বিনিময়ে চুক্তিতে পালকি ভাড়া নিতেন। পালকিকে ঘিরে কিছু লোক জীবন-জীবিকা নির্বাহ করত। এদের 'কাহার' বা 'বেহারা' বা বেয়ারা বলা হতো। যেদিন তাদের দরকার হতো তার আগে 'বায়না'স্বরূপ মাইনে দিতে হতো। বিয়ের অনুষ্ঠানের দিন বিয়ে-বাড়িতে তাদের খাওয়ানো হতো জামাই আদরে। এছাড়া তাদের সম্মানী দিতে হতো বরপক্ষ থেকে। তারা বংশপরম্পরায় পালকি বহনের কাজে নিয়োজিত ছিল। হিন্দু ধর্মের তত্ত্বমতে, কাহারদের উৎপত্তি হয়েছে নিম্নবর্ণের এক হিন্দু সম্প্রদায় থেকে এবং এই শ্রেণি ব্রাহ্মণ পিতা ও চণ্ডাল মাতার বংশোদ্ভূত এক মিশ্রবর্ণের প্রতিনিধিত্বকারী। কাহারগণ অবশ্য নিজেদের মগধের রাজা জরাসন্ধের বংশোদ্ভূত বলে দাবি করেন। সামাজিক বিচারে কাহারগণ কুর্মি ও গোয়ালা বর্ণের সমকক্ষ।

এ তো গেল প্রাচীন বাংলা সমতট তথা ঢাকার পালকির কথা। তবে নবাবী আমলে এর ব্যবহারে আসে খানদানি ভাব। তবে মুসলিম বেহারাদের বেলায় মোগল আমলে জমিদারের সন্তুষ্টির জন্য যারা বেগার খাটত, প্রথমে তারাই পালকি বহনের কাজ করত। কালক্রমে এদের মধ্য থেকেই সৃষ্টি হয় বেহারা শ্রেণি।

কালের বিবর্তনে সংস্কৃতি, সভ্যতার সঙ্গে মানুষের জীবনধারাও পাল্টেছে। উপরিভাগ টিন অথবা কাঠ দিয়ে গোল করে ছাওয়া হয়। যাত্রী বসার জন্য দেড় ফুট চওড়া, তিন ফুট লম্বা এবং আড়াই ফুট উঁচু করে চারপাশে শক্ত কাঠ দিয়ে আসন থাকে। আগে পালকির মালিকদের মধ্যে প্রতিযোগিতা চলত, কার পালকিতে কে কত বেশি কারুকাজ করতে পারে। তেমনি প্রতিযোগিতা চলত, কোন বেহারা ভালো সুরে গান গাইতে পারবে। 'উহুন না-রে-উহুন না' এই সুরেলা ধ্বনি পালকির চলার গান বেহারাদের ক্লান্তি দূর করত।

বেহারার কাঁধে পালকিতে চেপে কনের আগমন বিয়ের উৎসবের জৌলুস বাড়িয়ে দেয় বহুগুণ। আগের দিনে রাজা-বাদশাহরা শুধু বিয়ে নয়, বিভিন্ন কাজে পালকি ব্যবহার করতেন। দিনবদলের সঙ্গে সঙ্গে পালকির ব্যবহার কমতে থাকে। আজো বিয়েতে পালকি ব্যবহার হয়। তবে তা শহরে ব্যবহার হয় ঐতিহ্য রক্ষার কবজ হিসেবে। ঢাকার আশপাশের গ্রামে ভাঙা পালকি বাজারের শেষ মাথায় পড়ে থাকে, বেহারা নিজেই ধানী জমি বিক্রি করে প্রাইভেট কারে ছেলের বিয়ে সম্পন্ন করে।

শহুরে জীবনে আপনি চাইলে বিয়েতে একটা পালকি ভাড়া করতে পারেন। চানখাঁরপুল, এলিফ্যান্ট রোডে পাবেন এমন কিছু দোকান যারা বিয়ের সব প্রয়োজনীয় জিনিসের সঙ্গে পালকির যোগানও দেবে। কেরানীগঞ্জের চুনকুটিয়া, লক্ষ্মীবাজার, সিদ্দিকবাজার ও পুরান ঢাকার আলুবাজারে পালকির দোকান আছে। এখান থেকে আপনার পছন্দের পালকি ভাড়া করতে পারেন।

ইমরান উজ-জামান
সদস্য, মিডিয়া অ্যান্ড পাবলিকেশন বিষয়ক
জাতীয় কমিটি, বাংলাদেশ স্কাউটস
[লেখকের 'ঢাকার প্রাচীন পেশা তার বিবর্তন' বই থেকে]

২৬ তম জাতীয় মাল্টিপারপাস ওয়ার্কশপের উদ্বোধনী অনুষ্ঠান

ফটো গ্যালারী

২৬ তম জাতীয় মাল্টিপারপাস ওয়ার্কশপের সমাপনী অনুষ্ঠান

ফটো গ্যালারী

বাংলাদেশ স্কাউটস এর ৬ষ্ঠ জাতীয় কনভেনশন

ফটো গ্যালারী

২০২১ সালের এসএসসি ও এইচএসসি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ মেধাবী স্কাউট ও রোভার স্কাউটদের সম্মাননা প্রদান অনুষ্ঠান

ফটো গ্যালারী

মুক্ত স্কাউট দলের সভাপতি/সম্পাদকগণের কনফারেন্স

DESKTOP PUBLICATION COURSE

ফটো গ্যালারী

১৩ তম জাতীয় ট্রেনার্স কনফারেন্স

রোভার অঞ্চলের জনসংযোগ, মার্কেটিং ও ব্রান্ডিং বিষয়ক আঞ্চলিক কর্মশালা

সাম্প্রতিক বিশ্ব

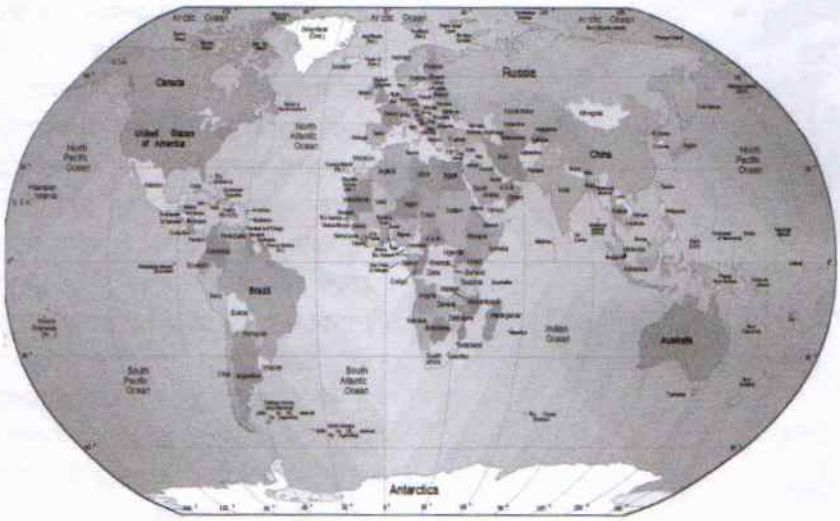

০১.০৬.২০২৩

বাংলাদেশ

- ২০২৩-২৪ অর্থবছরের বাজেট জাতীয় সংসদে পেশ ।
- "জাতীয় সংসদের পুনঃনির্ধারিত নির্বাচনী এলাকার চূড়ান্ত তালিকা, ২০২৩' গেজেট আকারে প্রকাশ ।
- তরল প্রাকৃতিক গ্যাস (LNG) আমদানি করতে কাতারের সঙ্গে ১৫ বছর মেয়াদি চুক্তি স্বাক্ষর করে বাংলাদেশ । আন্তর্জাতিক
- দক্ষিণ আফ্রিকার কেপটাউনে দু'দিনব্যাপী BRICS-এর পররাষ্ট্রমন্ত্রী পর্যায়ের বৈঠক শুরু।
- নেপাল থেকে ভারতীয় গ্রিডের মাধ্যমে বাংলাদেশে বিদ্যুৎ যাওয়ার বিষয়ে নেপাল ও ভারতের মধ্যে চুক্তি স্বাক্ষর।

০২.০৬.২০২৩

বাংলাদেশ

- রাষ্ট্রপতি মো. সাহাবুদ্দিন ৬ দিনের সরকারি সফরে তুরস্কে পৌঁছেন ।

আন্তর্জাতিক

- ভারতের কলকাতা থেকে চেন্নাইগামী ট্রেন করমুল এক্সপ্রেস ওড়িশায় ভয়াবহ দুর্ঘটনায় দুই শতাধিক নিহত হয়।
- বিশ্বব্যাংকের ১৪তম প্রেসিডেন্ট হিসেবে দায়িত্বগ্রহণ করেন অজয় বাঙ্গা ।
- অভিষেকের পর ব্রিটিশ রাজা তৃতীয় চার্লস প্রথম কোনো দেশ হিসেবে রোমানিয়ায় সফর করেন ।
- সিঙ্গাপুরে তিন দিনের প্রতিরক্ষা বিষয়ক সাংগ্রি-লা-ডায়ালগ শুরু।

০৩.০৬.২০২৩

আন্তর্জাতিক

- তৃতীয় মেয়াদে তুরস্কের প্রেসিডেন্ট হিসেবে শপথ নেন রিসেপ তায়েপ এরদোয়ান।

০৪.০৬.২০২৩

বাংলাদেশ

- ঢাকা-চিলাহাটি রুটে নতুন যাত্রীবাহী ট্রেন চিলাহাটি এক্সপ্রেস' উদ্বোধন ।

আন্তর্জাতিক

- ভারত সফরে যান মার্কিন প্রতিরক্ষামন্ত্রী লয়েড অস্টিন।

০৫.০৬.২০২৩

বাংলাদেশ

- জেনারেল শফিউদ্দিনের আমন্ত্রণে দু'দিনের সফরে বাংলাদেশে আসেন ভারতের সেনাবাহিনীর প্রধান জেনারেল মনোজ পান্ডে।

০৬.০৬.২০২৩

বাংলাদেশ ।

- ৪৫তম বিসিএসের প্রিলিমিনারি পরীক্ষার ফল প্রকাশ।
- জাতীয় সংসদে 'নির্দিষ্টকরণ (সম্পূরক) বিল, ২০২৩' পাস।

আন্তর্জাতিক

- সৌদি আরবে পুনরায় ইরানের দূতাবাস চালু ।
- ৩ দিনের সফরে সৌদি আরবে যান মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী অ্যান্টনি ব্লিঙ্কেন।
- এক শতাব্দীর বেশি সময় পর ব্রিটিশ রাজপরিবারের প্রথম কোনো সদস্য হিসেবে আদালতে সাক্ষ্য দেন প্রিন্স হ্যারি।

০৮.০৬.২০২৩

বাংলাদেশ

- রাষ্ট্রপতি মো. সাহাবুদ্দিনের নিকট পরিচয়পত্র পেশ করেন ব্রিটিশ হাইকমিশনার সারাহ কুক।
- নওগার বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রথম উপাচার্য নিয়োগের মাধ্যমে দেশের ৫৪তম সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসনিক কার্যক্রম শুরু।

আন্তর্জাতিক

- গোপনীয় সরকারি নথি নিজের কাছে রেখে দেওয়ার জন্য ডোনাল্ড ট্রাম্পকে অভিযুক্ত করা হয় ।

০৯.০৯.২০২৩

অভার্জাতিক

- যুক্তরাজ্যের সাবেক প্রধানমন্ত্রী এবং দেশটির কনজারভেটিভ দলের এমপি বরিস জনসন পার্লামেন্ট থেকে পদত্যাগ করেন।

১০.০৬.২০২৩
বাংলাদেশ
- ভাঙ্গা থেকে যশোর অংশের রেললাইন স্থাপন উদ্বোধন করেন রেলমন্ত্রী নুরুল ইসলাম।

১১.০৬.২০২৩
বাংলাদেশ
- বাংলাদেশ হাইওয়ে পুলিশ 'হ্যালো এইচপি অ্যাপ চালু করে।
আন্তর্জাতিক
- সৌদি আরবের রিয়াদে দু'দিনব্যাপী দশম আরব-চীন সম্মেলন।
- মধ্য আমেরিকার দেশ হন্ডুরাস চীনের বেইজিংয়ে দূতাবাস উদ্বোধন করে।

১২.০৬.২০২৩
বাংলাদেশ
- বরিশাল ও খুলনা সিটি কর্পোরেশন নির্বাচন অনুষ্ঠিত।
- মন্ত্রিসভায় জাতীয় পরিচয় নিবন্ধন আইন, ২০২৩-এর খসড়া চূড়ান্ত অনুমোদন।
- দেশের ১২তম ভৌগোলিক নির্দেশক (GI) পণ্য হিসেবে সমন পায় 'শেরপুরের তুলীমালা ধান।
আন্তর্জাতিক
-ইউক্রেনে মস্কোর পক্ষে লড়াইরত ভাড়াটে বাহিনীগুলোকে নিয়ন্ত্রণের লক্ষ্যে চেচেন বাহিনী ও রুশ প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের মধ্যে চুক্তি স্বাক্ষরিত।
- রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধ সামনে রেখে যুক্তরাষ্ট্রের নেতৃত্বাধীন সামরিক জোট ন্যাটো ইউরোপে এযাবতকালের
সবচেয়ে বড় "বিমান মহড়া শুরু করে।
- নিউইয়র্ক সিটির প্রথম নারী পুলিশ কমিশনার কিচাস্ট সিওয়েল পদত্যাগ করেন।

১৩.০৬.২০২৩
বাংলাদেশ
- মসলার ওয়ার্ল্ড ফর ওয়ার্ক সামিট সোশাল জাস্টিস ফর অল' শীর্ষক সম্মেলনে যোগ দিতে তিনদিনের সরকারি সফরে সুইজারল্যান্ডের উদ্দেশে ঢাকা ছাড়েন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা।
- সারা দেশে আরও ১৩২টি সরকারি হাসপাতালে বৈকালিক কনসালটেশন বা ইনসিটিটশাল প্রাকটিস চালু করা হয়।
আন্তর্জাতিক
- চীনে পঞ্চমবারের মতো সরকারি সফরে যান ফিলিস্তিনি নেতা মাহা

১৪.০৬.২০২৩
বাংলাদেশ
- সুইজারল্যান্ড ও বাংলাদেশ 'জ্ঞান বিনিময় ও দক্ষতা বৃদ্ধি' শীর্ষক সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর করে।
- জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদে বাংলাদেশ কর্তৃক উত্থাপিত 'শান্তির সংস্কৃতি রেজুলেশন সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয় ।
- নতুন বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় হিসেবে অনুমোদন পায় লালন বিজ্ঞান ও কলা বিশ্ববিদ্যালয়।
- জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় 'নন-ক্যাডার পদে নিয়োগ (বিশেষ) বিধিমালা, ২০২৩'-এর গেজেট প্রকাশ করে।
- ডিজিটাল ব্যাংক স্থাপনের নীতিমালা অনুমোদন করে বাংলাদেশ ব্যাংক।
আন্তর্জাতিক
- সৌদি আরবের যুবরাজ মোহাম্মদ বিন সালমান ফ্রান্স সফরে যান।

১৫.০৬.২০২৩
আন্তর্জাতিক
- ঘূর্ণিঝড় 'বিপর্যয়' ভারত ও পাকিস্তানে আঘাত হানে।
- মার্কিন ফেডারেল বিচারক হিসেবে মনোনীত হন প্রথম বাংলাদেশি নুসরাত জাহান চৌধুরী।
- চীন একটি রকেট ব্যবহার করে এক মিশনে ৪১টি কৃত্রিম উপগ্রহ মহাকাশে পাঠায় ।

১৬.০৬.২০২৩
বাংলাদেশ
- সুইজারল্যান্ডের জেনেভায় তিনদিনের সরকারি সফর শেষে ঢাকায় পৌঁছান প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ।

১৭.০৬.২০২৩
বাংলাদেশ
- বাংলাদেশ ১৮তম টেস্ট জয় করে।
আন্তর্জাতিক
- সৌদি আরবের পররাষ্ট্রমন্ত্রী প্রিন্স ফয়সাল বিন ফারহান ইরান সফরে যান।

১৮.০৬.২০২৩
বাংলাদেশ
- ২০২৩-২৪ অর্থবছরের প্রথম ছয় মাসের জন্য মুদ্রানীতি ঘোষণা করে বাংলাদেশ ব্যাংক।
- জাতীয় সংসদে আয়কর বিল, ২০২৩' পাস ।
- নতুন রাজনৈতিক দল হিসেবে নিবন্ধন পায় 'বাংলাদেশ জাসদ' ।
আন্তর্জাতিক
- যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্রমন্ত্রী অ্যান্টনি রিজেন দু'দিনের সফরে চীনে যান ।
- ভ্রমণ, ব্যবসা, অস্থায়ী কর্মীসহ সুনির্দিষ্ট কিছু অ-অভিবাসী ভিসা (NIV) আবেদনের ফি বাড়ায় যুক্তরাষ্ট্র।

১৯.০৬.২০২৩
বাংলাদেশ
- ৬ বছর পর কাতার ও সংযুক্ত আরব আমিরাত একে-অপরের ভূখণ্ডে আবারও দূতাবাস চালুর ঘোষণা দেয়।

২১.০৬.২০২৩
বাংলাদেশ
- রাজশাহী ও সিলেট সিটি কর্পোরেশন নির্বাচন অনুষ্ঠিত ।
- ভারতের বেঙ্গালুরুতে ১৪তম সাফ চ্যাম্পিয়নশিপ শুরু।

২৫.০৬.২০২৩
আন্তর্জাতিক
- গ্রিসের আইনসভা নির্বাচন অনুষ্ঠিত ।

২৬.০৬.২০২৩
বাংলাদেশ
- জাতীয় সংসদে ২০২৩-২৪ অর্থবছরের বাজেট পাস ।

২৯.০৬.২০২৩
বাংলাদেশ
- পবিত্র ঈদুল আযহা উদযাপিত।

■ অগ্রদূত ডেস্ক

সাধারণ জ্বর নাকি ডেঙ্গু, বুঝবেন কীভাবে ?

সাধারণ জ্বরের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে দেশে ডেঙ্গু জ্বরে আক্রান্তের সংখ্যা দিন দিন বেড়েই চলেছে । আর এই ডেঙ্গু জ্বরে আক্রান্ত হয়ে মানুষের শরীরে দুর্বল প্রভাব ফেলছে। ডেঙ্গুর প্রধান উপসর্গগুলোর মধ্যে রয়েছে ক্লান্তি, জয়েন্টে ব্যথার মতো অন্যান্য উপসর্গ । যার চিকিৎসা বাড়িতে থেকেই করা যেতে পারে । যাই হোক, গুরুতর উপসর্গের ক্ষেত্রে হাসপাতালে ভর্তি হওয়ার প্রয়োজন হতে পারে । একই ভাবে, ভাইরাল জ্বর হলেও ঠাণ্ডা লাগা, গায়ে ব্যথার মতো উপসর্গ দেখা যায় । তবে এই জ্বর তিন থেকে পাঁচ দিন স্থায়ী হয়। যদিও ডেঙ্গু এবং ভাইরাল জ্বরের কয়েকটি উপসর্গ একই। তবে ভাইরাল জ্বরের চেয়ে ডেঙ্গু অনেক বেশি উদ্বেগের। তাই এই দুই রোগের পার্থক্য জানা গুরুত্বপূর্ণ।

সাধারণত শীতকালে এবং বর্ষার শেষে ফ্লু-র প্রকোপ বেশি দেখা যায় । সাধারণ সর্দি-জ্বর ও ফ্লু-র উপসর্গ একই রকম হওয়ায় মানুষ অনেক সময় দুটির পার্থক্য করতে পারে না । আমেরিকার ন্যাশনাল লাইব্রেরি অফ মেডিসিনের তথ্য অনুযায়ী, প্রতি বছর বিশ্বের জনসংখ্যার প্রায় ৯ শতাংশ মানুষ ফ্লু'তে আক্রান্ত হয় । অর্থাৎ বিশ্বে প্রতি বছর প্রায় একশো কোটি মানুষ আক্রান্ত হয় । মৃত্যু হয় তিন-পাঁচ লাখ মানুষের । অন্য দিকে, ডেঙ্গু একটি এডিস মশাবাহিত ভাইরাল রোগ, যা সাম্প্রতিক বছরগুলোতে দ্রুত ছড়িয়ে পড়েছে । এডিস ইজিপ্টি প্রজাতির নারী মশা ডেঙ্গু ভাইরাসের প্রধান বাহক । এই মশা চিকুনগুনিয়া, ইয়েলো ফিভার এবং জিকা ভাইরাসের ভেক্টর । ডেঙ্গু একটি গ্রীষ্মমণ্ডলীয় রোগ। বৃষ্টিপাত, তাপমাত্রা, আপেক্ষিক আর্দ্রতা এবং অপরিকল্পিত দ্রুত নগরায়ণের উপরে নির্ভর করে এই রোগের বৃদ্ধি ঘটে । ডেঙ্গু রোগের বিস্তৃত বিরাট । অনেক সময় মানুষ জানতেই পারে না যে সে সংক্রমিত। সংক্রমিত ব্যক্তিদের মধ্যে ফ্লুর মতো গুরুতর উপসর্গ দেখা দিতে পারে ।

অনেকে আবার মারাত্মক ডেঙ্গুতে আক্রান্ত হতে পারেন । যার কারণে রক্তপাত, অঙ্গ দুর্বলতা অথবা প্লাজমা লিকেজ হতে পারে । যথাযথ ভাবে চিকিৎসা না হলে মারাত্মক ডেঙ্গুতে মৃত্যুর ঝুঁকি বেশি থাকে।

জ্বর হল যে কোনও কিছুর সাধারণ উপসর্গ । তা সে ভাইরাল সংক্রমণ হোক বা ব্যাকটেরিয়া সংক্রমণ হোক । ফ্লু, সাধারণ সর্দি-কাশি, কোভিড, এমনকী মারাত্মক টিউমারের মতো গুরুতর রোগেরও সাধারণ উপসর্গ জ্বর । অন্য উপসর্গ না থাকলে জ্বরের কারণ খোঁজা বেশ কঠিন হয়ে যায় । কোনও বিদেশি কণা শরীরে ঢুকলে তার প্রতিক্রিয়ায় জ্বর হয় । ভাইরাস বা এমন কিছুর প্রতি শরীরের প্রতিক্রিয়া, যা শরীরের তাপমাত্রা বৃদ্ধি করে । এটি একটি চিহ্ন যে আপনার শরীর ঠিক নেই এবং নজর দেওয়া দরকার। জ্বর ১০০ ডিগ্রি ফারেনহাইটের বেশি হলে তা উদ্বেগজনক হতে পারে । তাই অবশ্যই এর কারণ খুঁজতে হবে ।

প্রায় সব অসুস্থতার ক্ষেত্রে জ্বর প্রথম উপসর্গ হতে পারে, যা শরীরের তাপমাত্রা বৃদ্ধি করে । ডেঙ্গু এবং একটি সাধারণ ভাইরাল সংক্রমণের কারণে জ্বর আসতে পারে । সাম্প্রতিক অতীতে ডেঙ্গুর ঘটনা বেড়েছে এবং প্রাথমিক পর্যায়ে এটি শনাক্ত করা আরও গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে । তাই ডেঙ্গু দ্বারা সৃষ্ট জ্বর এবং ভাইরাল জ্বরের মধ্যে পার্থক্য করতে জানতে হবে । যদিও ভাইরাসজনিত জ্বর বাতাসের মাধ্যমে ছড়ায়, সংক্রমিত ব্যক্তির ড্রপলেটের মাধ্যমে এই আরও ছড়িয়ে পড়ে । ডেঙ্গু জ্বর হল মশার কামড়ের (এডিস ইজিপ্টি) ফলাফল । একটি ভাইরাল জ্বর ৩-৫ দিন স্থায়ী হতে পারে, যেখানে ডেঙ্গু জ্বর ২-৭ দিন স্থায়ী হতে পারে । সময়মতো চিকিৎসা না করা হলে তা বাড়তে পারে । বেশ কিছু ক্ষেত্রে পরিস্থিতি মারাত্মক রূপ ধারণ করে। সাধারণ জ্বর বা ফ্লু হলে শ্বাসযন্ত্রে প্রভাব ফেলে । শরীরে আক্রমণ করার ২ থেকে ৫ দিন পর থেকে একাধিক উপসর্গ প্রকাশ পায় । অধিকাংশ ক্ষেত্রে সাধারণ জ্বরে সম্পূর্ণ ভাবে সুস্থ হতে সময় লাগে প্রায় ২ সপ্তাহ । উপরন্তু, ভাইরাল জ্বর সংক্রামক এবং এক ব্যক্তির থেকে অন্যের কাছে ছড়িয়ে পড়ে। অন্য দিকে, ডেঙ্গু স্পর্শের মাধ্যমে ছড়াতে পারে না, এটা বায়ুবাহিত নয় ।

যখন ভাইরাল জ্বর ডেঙ্গু সংক্রমণের মতো গুরুতর নাও হতে পারে । সর্দি, গলা ব্যথা, হালকা শরীরে ব্যথা, দুর্বলতার মতো উপসর্গ হল সাধারণ ভাইরাল সংক্রণের উপসর্গ । তবে ডেঙ্গু রোগীরা আক্রান্ত হওয়ার ২৪-৪৮ ঘণ্টার মধ্যে প্রচণ্ড জ্বর, তীব্র শরীরে ব্যথা, জয়েন্টে ব্যথা এবং ফুসকুড়ির মতো উপসর্গ অনুভব করতে পারে ।

ডেঙ্গু-জনিত জ্বর শনাক্ত করার সর্বোত্তম এবং নিশ্চিত উপায় হল সম্পূর্ণ রক্তের প্লেটলেটের সংখ্যা পরীক্ষা, ডেঙ্গু এনএস ওয়ান অ্যান্টিজেন পরীক্ষা করা। বিশেষজ্ঞরা বিশ্বাস করেন যে ডেঙ্গু রোগীদের প্রায় ৮০-৯০ শতাংশের প্লেটলেট সংখ্যা ১ লাখের কম হয় । বাকি ১০-২০ শতাংশ রোগী প্লেটলেট কমে ২০ হাজার বা তার কম হয়ে যায় । ভাইরাল সংক্রমণে আক্রান্ত ব্যক্তিরা এই ধরনের জটিলতায় ভোগে না । যাই হোক, কম প্লেটলেট সংখ্যা অন্যান্য অসুস্থতার দিকে নির্দেশ করতে পারে । তাই পরীক্ষা করা ভালো ।

সাম্প্রতিক প্রতিবেদনগুলো থেকে জানা যাচ্ছে যে, বাংলাদেশসহ ভারতের অনেক রাজ্যে ডেঙ্গুর সংক্রমণ বাড়ছে, যার মধ্যে রয়েছে কেরল, তেলঙ্গানা, মহারাষ্ট্র, উত্তরপ্রদেশ এবং ওড়িশার মতো রাজ্যগুলো । এই বছর, মশাবাহিত রোগে সংক্রমণের সংখ্যা উল্লেখযোগ্যভাবে বেড়েছে ।

ভারতীয় স্বাস্থ্য বিভাগ জানিয়েছে, ডেঙ্গু ভাইরাসের নতুন ডি-২ স্ট্রেনের কারণে । যা ডেঙ্গু ভাইরাসের চারটি সেরোটাইপের মধ্যে একটি। বাকিগুলো হল- ডিইএনভি ১, ডিইএনভি ৩ ও ডিইএনভি ৪ ।

বিশেষজ্ঞদের মতে, নতুন এই ডি-২ স্ট্রেন জ্বর, বমি, জয়েন্টে ব্যথা ও গুরুতর জটিলতার কারণ হতে পারে । যার ফলে ডেঙ্গু হেমোরেজিক জ্বর এবং ডেঙ্গু শক সিন্ড্রোম হতে পারে ।

যেহেতু একটি নিরাপদ এবং কার্যকর ডেঙ্গু ভ্যাকসিন তৈরির অনুসন্ধান এখনও চলছে, তাই সতর্কতামূলক ব্যবস্থা মেনে চলা এবং প্রতিরোধমূলক প্রোটোকল মেনে চলা সর্বোত্তম উপায় । এটি মনে রাখা উচিত যে ডেঙ্গু একটি সংক্রমণ হিসেবে রয়ে গিয়েছে যা প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থার মাধ্যমে নির্মূল করা যায় । যতক্ষণ পর্যন্ত ভালো স্বাস্থ্যবিধি অনুসরণ করা হয় ততক্ষণ পর্যন্ত এটি সম্পূর্ণ রূপে এড়ানো যায় । দরজা, জানালার পর্দা, প্রতিষেধক, কীটনাশক সামগ্রী, কয়েলের ব্যবহার করতে হবে। ত্বকের সংস্পর্শে যাতে মশা কম আসতে পারে এমন পোশাক অবশ্যই পরতে হবে । প্রাদুর্ভাবের সময় স্প্রে হিসেবে কীটনাশক প্রয়োগ করা যেতে পারে। মশা ডিম পারতে পারে এমন জায়গায় নিয়মিত নজরদারি চালাতে হবে। খোলা পাত্রে পানি জমতে দিলে হবে না, এ জন্য নিয়মিত নজরদারি করতে হবে।

খেলাধুলা

ইন্টার মায়ামির সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ বিশ্বকাপজয়ী তারকা ফুটবলার মেসি

সবকিছু ছিলো আগে থেকে ঠিকঠাক। বাকি ছিলো আনুষ্ঠানিকতা । এবার হয়ে গেলো সেটিও । আর্জেন্টাইন সুপারস্টার লিওনেল মেসি এখন ইন্টার মিয়ামির । ক্লাবটির হয়ে তিনি খেলবেন ২০২৫ খ্রিঃ পর্যন্ত । মায়ামির পক্ষ থেকে বাংলাদেশ সময় শনিবার (১৫ জুলাই, ২০২৩) মধ্যরাতে মেসির চুক্তির বিষয়টি নিশ্চিত করা হয় । ২০২১ সালে বার্সেলোনা ছেড়ে প্যারিস সেন্ট জার্মেইতে যোগ দেন মেসি। চুক্তি অনুযায়ী ক্লাবটিতে আরও এক বছর থাকার পথ খোলা থাকলেও, তা না করে নতুন ক্লাবের ঠিকানা খুঁজে নেন আর্জেন্টিনার বিশ্বকাপ জয়ী এই তারকা । এর আগে ০৭ জুন ২০২৩ সব জল্পনাকল্পনার অবসান ঘটিয়ে যুক্তরাষ্ট্রের মেজর লিগ সকারের (গখঝ) দল ইন্টার মায়ামিতে যোগ দেওয়ার কথা জানান মেসি ।

ক্লাবটির সঙ্গে সব ফাইনাল হওয়ার পর মিয়ামির মালিকদের একজন ডেভিড বেকহ্যামের বলেন, "স্বপ্ন সত্যি হলো । ১০ বছর আগে আমি যখন নতুন একটি দল গড়ার পথে যাত্রা করি, তখন বলেছিলাম যে গ্রেট সব খেলোয়াড়দের এই শহরে নিয়ে আসার স্বপ্ন দেখি আমি ।"

সোমবার ভোর চারটায় ডিআরভি পিএনকে স্টেডিয়ামে সমর্থকদের সামনে হাজির করা হয় বিশ্বকাপজয়ী আর্জেন্টাইন তারকাকে । তার জন্য পুরো প্রস্তুতি নিয়েছিল ক্লাবটি । আয়োজনকে ঘিরে নেওয়া হয়েছিল বাড়তি নিরাপত্তা, স্টেডিয়ামের আসন সংখ্যাও হয়েছিল বাড়ানো।

ইন্টার মায়ামিতে যোগ দেওয়ার আগে আর্জেন্টাইন প্রচারমাধ্যমে দীর্ঘ সাক্ষাৎকারে

লিওনেল মেসি বলেন, "ক্লাবটিতে যোগ দেওয়ার সিদ্ধান্তটা নিতে পেরে আমি দারুণ খুশি। নতুন চ্যালেঞ্জ অপেক্ষা করছে আমার জন্য। এটুকু বলতে পারি, আমার মানসিকতা বদলাবে না। চিরকাল নিজের সেরাটা দিয়ে এসেছি, এ ক্ষেত্রেও তাই হবে।"

মেসি যে দলে যোগ দিয়েছেন, সেই মায়ামি আমেরিকার লিগে এখন সকলের নীচে। ইংল্যান্ডের ডেভিড বেকহ্যাম এই ক্লাবের অন্যতম কর্ণধার । ২০১৮ সালে এই ক্লাব তৈরি হয় । ২০২০ সালে মেজর লিগ সকারে খেলতে শুরু করে এই ক্লাবটি । ফ্লোরিডার ড্রাইভ পিঙ্ক স্টেডিয়ামে খেলে ইন্টার মায়ামি । এই মাঠে মাত্র ১৮,০০০ দর্শক ধরে । মেজর লিগ সকারে দুটি ভাগ আছে । পূর্ব এবং পশ্চিম । মায়ামি খেলে পূর্ব ভাগে । সেখানে মোট ১৫টি দল রয়েছে। মায়ামি রয়েছে ১৫ নম্বরেই । ১৬ ম্যাচে তাদের ১৫ পয়েন্ট রয়েছে । আমেরিকার লিগ শুরু হয় ফেব্রুয়ারি মাসে । চলে অক্টোবর পর্যন্ত । মোট ২৯টি দল খেলে এই লিগে । পূর্ব ভাগে খেলে ১৫টি ক্লাবে এবং পশ্চিম ভাগে ১৪টি । ১৬ ম্যাচে তাদের ১৫ পয়েন্ট রয়েছে । লিগ পর্বের পর নকআউট পর্বের খেলা হয় এই প্রতিযোগিতায়। মায়ামি ফুটবল ক্লাবটি ২০১৮ সালে তৈরি হলেও তোড়জোড় শুরু হয়েছিল ২০১৩ সালে । সেই সময় মায়ামি বেকহ্যাম ইউনাইটেড নামে একটি ক্লাব তৈরি হয় । ২০১৭ সালে জর্জ মাস এবং জস মাস নামে দুই ব্যবসায়ী এই ক্লাবের অংশ কিনে নেন । ২০০৭ সালে ইংল্যান্ডের ডেভিড বেকহ্যাম লা গ্যালাক্সিতে যোগ দিয়েছিলেন । মেজর লিগ সকারে যোগ দেওয়ার সময় বেকহ্যামের চুক্তিতে ছিল যে, তিনি একটি ক্লাব এই লিগে কিনবেন তার জন্য কোনও ফ্র্যাঞ্চাইজি ফি দিতে হবে না । বেকহ্যাম এবং মাস ভাইরাই এখন এই ক্লাবের মালিক । এক সময় মার্সেলো ক্লজ এবং মাসাওশি সনও মায়ামির আংশিক মালিক ছিলেন । কিন্তু ২০২১ সালে তাঁদের অংশ কিনে নেন বেকহ্যাম এবং মাস ভাইরা ।

মেজর লিগ সকারে ২৫তম দল হিসাবে যোগ দেয় মায়ামি। এই লিগে মোট ৩০টি দল খেলানোর পরিকল্পনা রয়েছে। এখন ২৯টি ক্লাব খেলে । আরও একটি ক্লাব যুক্ত হতে পারে । কোনও অবনমন নেই এই লিগে । ফলে মায়ামি লিগের শেষে থাকলেও লিগের বাইরে চলে যাওয়ার কোনও ভয় নেই । মেসি যোগ দিয়ায় এই দলকে নিয়ে আগ্রহ বাড়বে। নজর থাকবে লিগে দলকে কতটা উপরে নিয়ে যেতে পারেন মেসি।

■ আগ্রদূত ডেস্ক

তথ্যপ্রযুক্তি

এশিয়ার সেরা ১০০ বিজ্ঞানীর তালিকায় দেশের ২ নারী

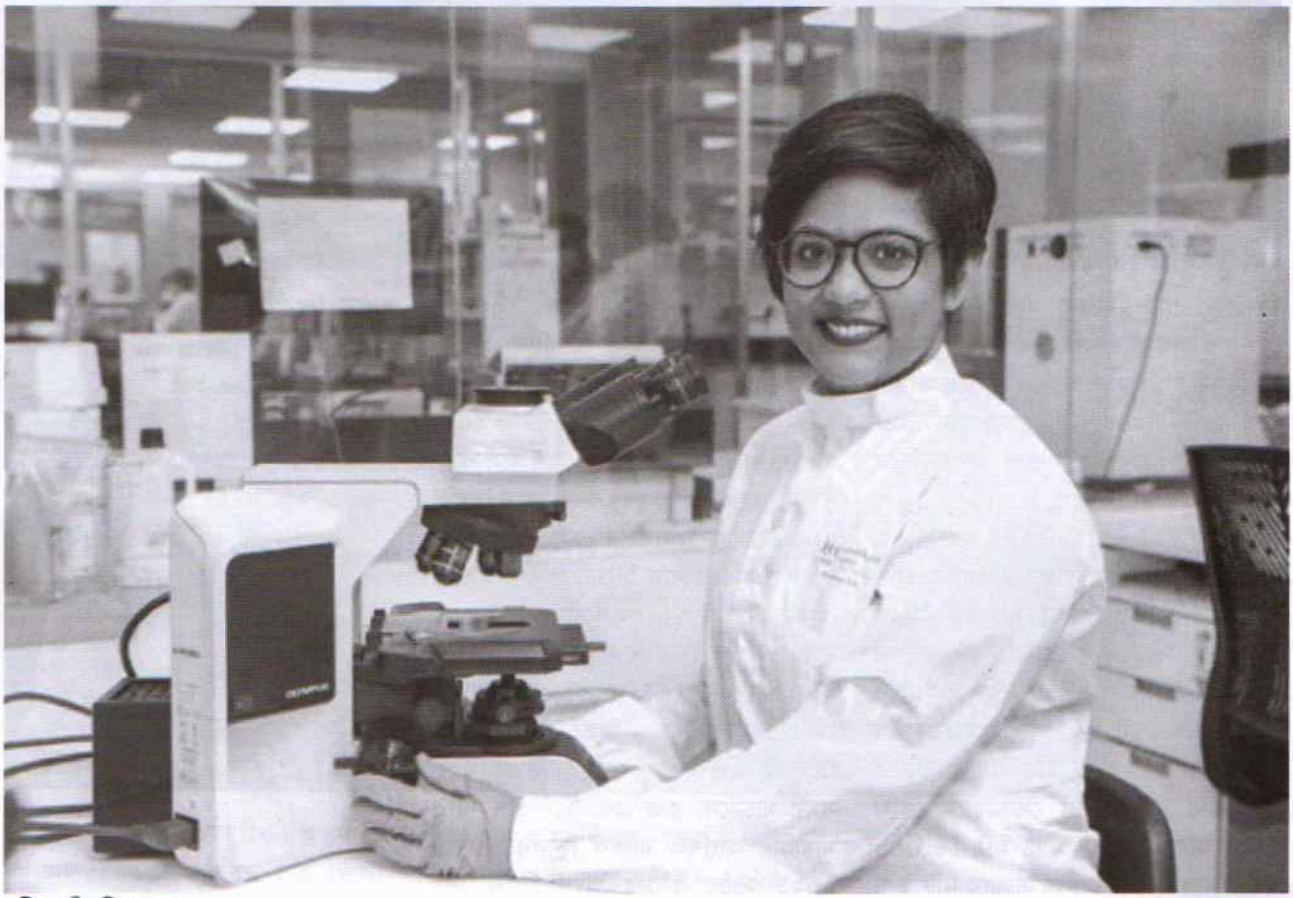

ছবি: সেঁজুতি সাহা

এশিয়ার সেরা ১০০ বিজ্ঞানীর তালিকায় জায়গা করে নিয়েছেন বাংলাদেশের দুজন নারী বিজ্ঞানী। তারা হলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাণিবিদ্যা বিভাগের অধ্যাপক গাউসিয়া ওয়াহিদুন্নেসা চৌধুরী ও বাংলাদেশের চাইল্ড হেলথ রিসার্চ ফাউন্ডেশনের (সিএইচআরএফ) অণুজীব বিজ্ঞানী সেঁজুতি সাহা।

সম্প্রতি প্রকাশিত সিঙ্গাপুরভিত্তিক সাময়িকী এশিয়ান সায়েন্টিস্টর অষ্টম সংস্করণে (জুন-২০২৩) ২০২৩ সালের সেরা এশীয় বিজ্ঞানীদের তালিকায় এ দুজনের নাম স্থান পেয়েছে। সাময়িকীটি ২০১৬ সাল থেকে প্রতি বছর এশিয়ার শীর্ষ শত বিজ্ঞানীর তালিকা প্রকাশ করছে। সেরা ১০০ বিজ্ঞানীর তালিকায় আছেন বিজ্ঞানের নানা ক্ষেত্রে যুগান্তকারী উদ্ভাবনের মাধ্যমে বৈশ্বিক অগ্রগতিতে অবদান রাখা গবেষক ও আবিষ্কারকরা। এবারের তালিকায় থাকা গাউসিয়া ওয়াহিদুন্নেসা চৌধুরী প্লাস্টিকের দূষণ এবং প্রকৃতি ও মানুষের জীবনে এর ক্ষতিকর প্রভাব নিয়ে একাধিক গবেষণা করেছেন। জলজ প্রতিবেশ এবং বিপন্ন প্রাণী সুরক্ষায় অবদানের জন্য তিনি ওডবিউএসডি এলসিভিয়ার ফাউন্ডেশন অ্যাওয়ার্ড পান ২০২২ সালে। উপকূলীয় নারীদের বিকল্প কর্মসংস্থানের জন্য কাজ করছেন তিনি। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে স্নাতক ও স্নাতকোত্তরের পর ইউনিভার্সিটি অব ক্যামব্রিজ থেকে

ছবি: গাউসিয়া ওয়াহিদুন্নেসা চৌধুরী

পিএইচডি করেছেন গাউসিয়া। তিনি আন্তর্জাতিক বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ সংস্থা ওয়াইল্ডটিমের বোর্ড সদস্য। ন্যাশনাল জিওগ্রাফিক সোসাইটির একটি গবেষণা দলেও কাজ করেছেন গাউসিয়া।

বিজ্ঞানী সেঁজুতি সাহা লাইফ সায়েন্সে অবদানের স্বীকৃতি হিসাবে এই তালিকায় স্থান লাভ করেছেন। বৈশ্বিক স্বাস্থ্য গবেষণায় সমতা লাভে অন্যতম চ্যাম্পিয়ন হিসাবে ভূমিকা রাখছেন এই অণুজীব বিজ্ঞানী। অলাভজনক প্রতিষ্ঠান চাইল্ড হেলথ রিসার্চ ফাউন্ডেশনের (সিএইচআরএফ) পরিচালক সেঁজুতি। বাংলাদেশে তিনিই প্রথম করোনা-ভাইরাসের জিন নকশা উন্মোচন করেছেন। এর আগে তার তাৎপর্যপূর্ণ কাজ ছিল শিশুদের নিয়ে। তিনিই বিশ্বে প্রথম প্রমাণ করেন, চিকুনগুনিয়া ভাইরাস শুধু রক্ত নয়, শিশুর মস্তিষ্কেও বিস্তার লাভ করতে পারে।

এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, এশিয়ার গবেষকরা তাদের বড় স্বপ্ন নিয়ে প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর কল্যাণে কাজ করে চলেছেন। নিজেদের টিমের সহায়তায় অযাচিত বাঁধার দেয়াল সরিয়ে এই বিজয়ীরা বিশাল সাফল্য লাভ করেছেন।

এশিয়ান সায়েন্টিস্ট ২০১১ সাল থেকে নিয়মিত প্রকাশিত হচ্ছে। গাউসিয়া ও সেঁজুতির সঙ্গে ১০০ জনের তালিকায় রয়েছেন ভারত, পাকিস্তান, চীন, মালয়েশিয়া, সিঙ্গাপুর, জাপান, দক্ষিণ কোরিয়া, ফিলিপাইন, হংকং, শ্রীলংকা, ইন্দোনেশিয়া, ভিয়েতনাম ও থাইল্যান্ডের বিজ্ঞানীরা।

হাসতে নাকি জানেনা কেউ

কৌতুক

* ক্রেতা : আরে ভাই, এটা কী তালা দিয়েছেন, সারা দুনিয়ার চাবি ঢুকালেই খুলে যায়! এমনকি সেফটিপিন ঢুকালেও খোলে!
বিক্রেতা : তাহলে ভাই এই তালাটা নেন, আর সমস্যা হবে না।
ক্রেতা : এটা ভালো তো?
বিক্রেতা : ভালো মানে? এই তালা একবার মারলে এটার নিজের চাবি দিয়াও খোলা যায় না!

* এক সকাল বেলা এক লোকের মাগনা গরু, মাগনা গরু, মাগনা গরু চিৎকারে সবাই তড়িঘড়ি করে ছুটে এলো- কী ব্যাপার, দেখার জন্য। সবার সামনে সে একইভাবে চিৎকার করে চলেছে- মাগনা গরু, মাগনা গরু, আস্ত, জ্যাতা, তারতাজা গরু, একেবারে মাগনা। তখন সবাই ধরল কোথায় পাওয়া যায় মাগনা গরু আমরা আনব। চলেন সবাই।
লোকটি তখন আস্তে আস্তে বলে গরু ঠিকই মাগনা দেবে, তবে সেটা আনতে হবে উগান্ডা থেকে।

* এক ছেলে জামগাছের পাশে একটি গোলাপ গাছের চারা লাগাচ্ছে। তা দেখে পথিক জিজ্ঞেস করল, কী খোকা, জামগাছের পাশে গোলাপ ফুলের চারা লাগাচ্ছ, কী ব্যাপার? খোকা চট করে উত্তর দিল, গোলাপ জাম খাব তো, তাই জামগাছের পাশে গোলাপের চারা লাগাচ্ছি!

* দুই পাগলের মধ্যে ঝগড়া শুরু হয়েছে আকাশের সূর্য নিয়ে। এক পাগল বলল, ওটা আগুনের গোলা! আরেক পাগল বলল, না, ওটা চাঁদ! তাদের ঝগড়া শেষ পর্যন্ত মারামারিতে গিয়ে ঠেকল। এমন সময়

সেখানে এক পথচারী এসে হাজির হল। দুই পাগলই পথচারীকে জিজ্ঞেস করল, আচ্ছা বল তো, ওটা কি আগুনের গোলা, না আকাশের চাঁদ?
পথচারী একটু চুপ করে থেকে মাথা চুলকে বলল, আমি তো এই পাড়ায় থাকি না, তাই ঠিক বলতে পারছি না!

* কর্মচারী : জানেন বস, আমাদের পিয়নটা খুবই বোকা!
বস : তাই নাকি? তা কী করল সে?
কর্মচারী : বোকাটাকে বললাম, আমি অফিসে এসেছি কিনা তা আমার স্ত্রীর কাছ থেকে জেনে নিতে। সে করল কী, দৌড়ে আমার বাসায় চলে গেল!
বস : আসলেই আপনি ঠিক বলেছেন।
কর্মচারী : আরে বোকা, এর জন্য বাসায় দৌড়াতে হয় নাকি! আমার বউকে ফোন দিলেই হয়, আমি অফিসে এসেছি কিনা!

* প্রায় মধ্যরাত। হাইওয়ে ধরে ছুটে যাচ্ছিল পাগলা বাবা এক্সপ্রেস। এমন সময় দুর্ধর্ষ ডাকাতের দল বাসের পথরোধ করে দাঁড়াল। ডাকাত সর্দার বাসের যাত্রীদের মারধর করে টাকা-পয়সা ছিনিয়ে নিতে লাগল। এভাবে লুটপাট করতে করতে ডাকাত সর্দার মুখোমুখি হয়ে যায় এক নারীর

ডাকাত সর্দার : নাম কী?
নারী : জরিনা
ডাকাত সর্দার : আমার বোনের নামও জরিনা। যাহ, তোকে মাফ করে দিলাম।
এরপর ডাকাত সর্দার গেল এক লোকের কাছে, তোর নাম কী?
উত্তরে লোকটি বলল, আমার নাম আবুল। তবে বন্ধু-বান্ধব আদর করে জরিনা বলে ডাকে!

ডেস্কটপ পাবলিশিং দক্ষতা কোর্স

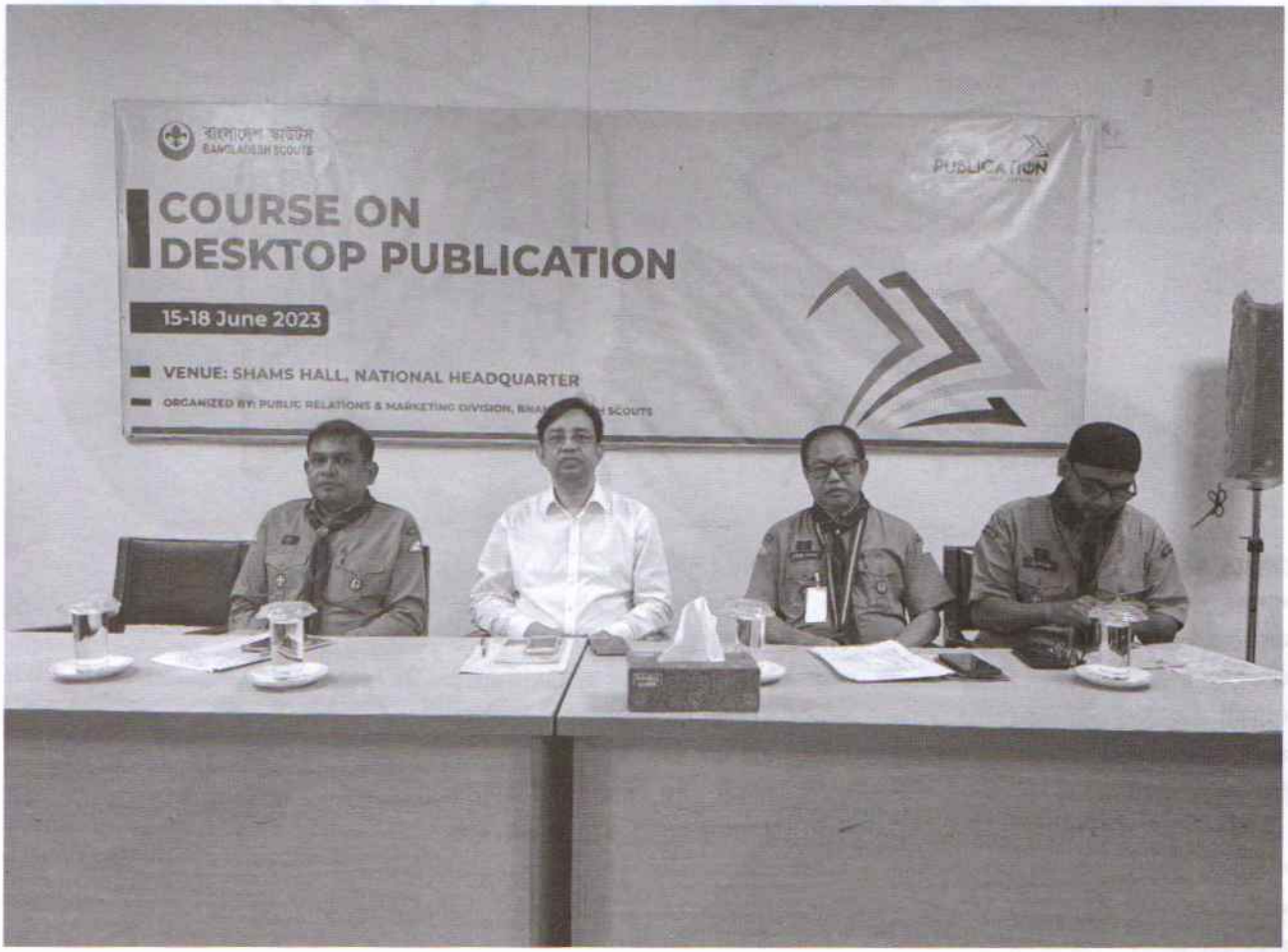

বাংলাদেশ স্কাউটস এর জনসংযোগ ও বিপনন বিভাগের ব্যবস্থাপনায় ১৫-১৮ জুন ২০২৩ তারিখ পর্যন্ত জাতীয় সদর দফতরের শামস হলে ডেস্কটপ পাবলিশিং দক্ষতা কোর্স অনুষ্ঠিত হয়। ১৫ জুন ২০২৩ তারিখ সকাল ৯.৩০ মিনিটে কোর্সের উদ্বোধন অনুষ্ঠিত হয়। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ স্কাউটস এর জাতীয় কমিশনার (জনসংযোগ ও বিপনন) জনাব এম এম ফজলুল হক আরিফ। সভাপতিত্ব করেন নির্বাহী পরিচালক (অতিরিক্ত দায়িত্ব) জনাব উনু চিং। অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন পরিচালক (জনসংযোগ ও বিপনন) জনাব এ এইচ এম শামছুল আজাদ এবং শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখেন কো-অর্ডিনেটর, পাবলিসিটি টিম, পিআরএম টাস্কফোর্স । অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন স্কাউটার জি এম ইফতেখার ইফতি।

১৮ জুন ২০২৩ তারিখ কোর্সের সমাপনী অনুষ্ঠিত হয়। সমাপনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ স্কাউটস এর জাতীয় কমিশনার (জনসংযোগ ও বিপনন) জনাব এম এম ফজলুল হক আরিফ। অনুষ্ঠানে কোর্সের সার্বিক বিষয়ে বক্তব্য রাখেন কোর্স পরিচালক ও কো-অর্ডিনেটর, পাবলিসিটি টিম, পিআরএম টাস্কফোর্স জনাব কেএম ইউসুফ আলী লিপন। ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন পরিচালক (জনসংযোগ ও বিপনন) জনাব এ এইচ এম শামছুল আজাদ।

৪দিন ব্যাপী এই ডেস্কটপ পাবলিশিং দক্ষতা কোর্সে কোর্সের উদ্দেশ্য, বেসিক প্রিন্টিং, ডেস্কটপ পাবলিশিং সম্পর্কে ধারণা, এম এস ওয়ার্ড/এক্সেল, গ্রাফিক ডিজাইন, কাগজ, রং, রেজিস্ট্রেশন মার্ক, রিফ্লেকশন, ফটোশপ, ফটোশপ টুল পরিচিতি, নতুন ফাইল খোলা ও সেভ করা, পাথ, লেয়ার, টাইপ, কালার কারেকশন, ভিগনেট-সেড, রিফ্লেকশন, ইলাস্ট্রেটর, ইলাস্ট্রেটর টুল পরিচিতি, নতুন ফাইল খোলা ও সেভ করা, পাথ, লেয়ার, টাইপ কালার কারেকশন, ভিগনেট-সেড, ইলাস্ট্রেটর, ইলাস্ট্রেটর টুল

পরিচিতি, নতুন ফাইল খোলা ও সেভ করা, গ্রাফ-চার্ট তৈরী, ভিগনেট-সেড, টেক্স্ট ফরমেট, ফটোশপ ও ইলাস্ট্রেটর তুলনা এবং এর ব্যবহার করে একটি প্যাড ও একটি ভিজিটিং কার্ড তৈরী করা, রিফ্লেকশন, আউট সোর্সিং ধারণা, ইন-ডিজাইন ইন-ডিজাইন টুল পরিচিতি, নতুন ফাইল খোলা ও সেভ করা, পেজ মেকিং, কিভাবে পেজ লে-আউট করা হয়, পেজ নাম্বারিং, মাস্টার পেজ সম্পর্কে ধারণা, অন-লাইন মিডিয়া ডিজাইন ও ব্রান্ডিং, রিফ্লেকশন, ইন-ডিজাইন-ফটোশপ ইলাস্ট্রেটর ব্যবহার করে অগ্রদুতের একটি পৃষ্ঠা তৈরী বিষয়ে সেশন পরিচালিত হবে এবং প্রিন্টিং প্রেস পরিদর্শন করানো হবে। ডেস্কটপ পাবলিশিং দক্ষতা কোর্সে সারা দেশের মনেনীত ৩৯ জন রোভার স্কাউট অংশগ্রহণ করে।

■ অগ্রদূত ডেস্ক

রোভার অঞ্চলে জনসংযোগ, মার্কেটিং ও ব্রান্ডিং বিষয়ক আঞ্চলিক কর্মশালা অনুষ্ঠিত

১ জুন ২০২৩ বাংলাদেশ স্কাউটস রোভার অঞ্চলের আঞ্চলিক স্কাউট প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, বাহাদুরপুর গাজীপুরে বাংলাদেশ স্কাউট রোভার অঞ্চলের ব্যবস্থাপনায় জনসংযোগ, মার্কেটিং ও ব্রান্ডিং বিষয়ক আঞ্চলিক কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। কর্মশালার উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ স্কাউটস এর জাতীয় কমিশনার (জনসংযোগ ও মার্কেটিং) জনাব এম এম ফজলুল হক আরিফ। স্বাগত বক্তব্য রাখেন রোভার অঞ্চলের সম্পাদক প্রফেসর মোঃ এনামুল হক। ওয়ার্কশপ পরিচালক ছিলেন রোভার অঞ্চলের আঞ্চলিক উপ কমিশনার (জনসংযোগ ও মার্কেটিং) ড. কামাল উদ্দিন।

কর্মশালায় স্কাউটিং এর ব্র্যান্ডিং ও মার্কেটিং, অগ্রগতি ও পরিকল্পনা, অঞ্চল, জেলা ও উপজেলায় পিআরএম টিম ও টাস্কফোর্স গঠন, দায়িত্ব বন্টন, মূল্যায়ন ও রিপোর্ট প্রেরণ, স্কাউটিং এর মার্কেটিং ও ব্র্যান্ডিং এ লিডারগণের দায়িত্ব ও কর্তব্য এবং সুপারিশ প্রণয়, প্রচার ও সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে স্কাউটিং এর মার্কেটিং ও ব্র্যান্ডিং, আঞ্চলিক ও জেলার পিআরএম কার্যক্রম উপস্থাপন ও পর্যালোচনা ইত্যাদি বিষয়ে সেশন পরিচালিত হয়। দিনব্যাপী জনসংযোগ, মার্কেটিং ও ব্রান্ডিং বিষয়ক আঞ্চলিক কর্মশালায় রোভার স্কাউট লিডার এবং রোভারসহ মোট ৫০ জন অংশগ্রহণ করেন।

■ অগ্রদূত ডেস্ক

মৌচাক, গাজীপুরে ডিজিটাল ভিডিও ডকুমেন্টরী, সংবাদ ও অনুষ্ঠান উপস্থাপনা এবং বেসিক ফটোগ্রাফি কোর্স অনুষ্ঠিত

বাংলাদেশ স্কাউটস এর জনসংযোগ ও মার্কেটিং বিভাগের পরিচালনায় জাতীয় স্কাউট প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, মৌচাক, গাজীপুরে ০২-০৬ জুন ২০২৩ পর্যন্ত অনুষ্ঠিত হয় ডিজিটাল ভিডিও ডকুমেন্টরী (ভিডিও এডিটিং) কোর্স । একই সাথে ০২-০৫ জুন ২০২৩ তারিখ পর্যন্ত অনুষ্ঠিত হয় সংবাদ ও অনুষ্ঠান উপস্থাপনা কোর্স এবং বেসিক ফটোগ্রাফি কোর্স। কোর্স তিনটি ০৩ জুন ২০২৩ তারিখ জাতীয় স্কাউট প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, মৌচাক, গাজীপুরে উদ্বোধন করেন বাংলাদেশ স্কাউটস এর প্রধান জাতীয় কমিশনার ড. মোঃ মোজাম্মেল হক খান। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন জনাব এম এম ফজুলল হক আরিফ, জাতীয় কমিশনার (জনসংযোগ ও মার্কেটিং) বাংলাদেশ স্কাউটস। অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন জনাব মীর মোহাম্মদ ফারুক, জাতীয় উপ কমিশনার (জনসংযোগ ও মার্কেটিং) বাংলাদেশ স্কাউটস । অনুষ্ঠানে আরো বক্তব্য রাখেন জনাব মোঃ সালাহউদ দীন আহমেদ, প্রাক্তন জাতীয় উপ কমিশনার (জনসংযোগ ও মার্কেটিং) এবং জনাব উনু চিং, নির্বাহী পরিচালক (অ.দা.) বাংলাদেশ স্কাউটস। কোর্স তিনটিতে সারা দেশ থেকে ১০৯ জন প্রশিক্ষণার্থী অংশগ্রহণ করেন। কোর্স তিনটি পরিদর্শন করে অংশগ্রহণ কারীদের সাথে মতবিনিময় করেন বাংলাদেশ স্কাউটস এর কোষাধ্যক্ষ ড. মোঃ শাহ কামাল ।

■ অগ্রদূত ডেস্ক

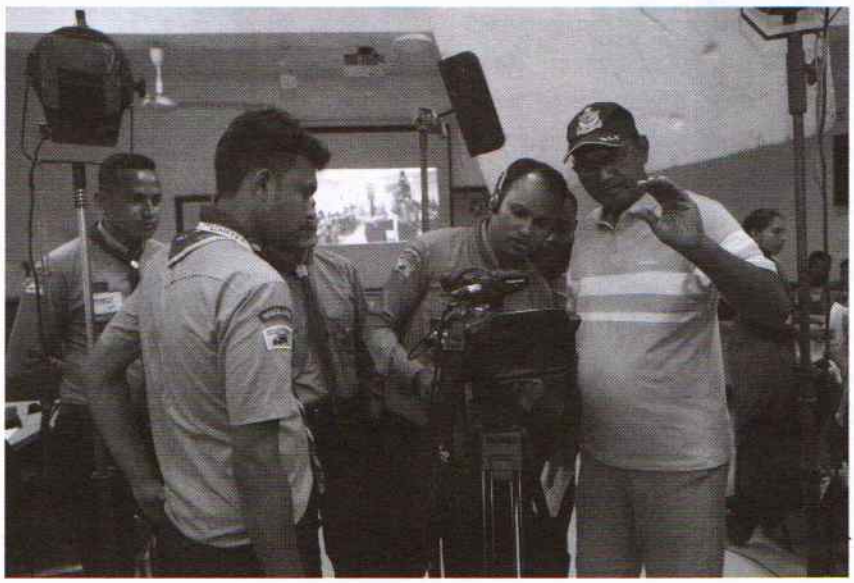

ডেঙ্গু প্রতিরোধে করণীয়

- বর্ষায় (এপ্রিল-অক্টোবর) ডেঙ্গু জ্বরের প্রকোপ বাড়ে। এসময় অধিক সতর্ক থাকুন।
- ডেঙ্গু জ্বরের বাহক এডিস মশা পরিষ্কার পানিতে বংশ বিস্তার করে।
- অফিস, ঘর ও আশেপাশে পানি জমতে দিবেন না। যে কোন পাত্রে জমিয়ে রাখা / জমে থাকা পানি ৩ দিনের মধ্যে পরিবর্তন করুন।
- এডিস মশা সাধারণত দিনের বেলা কামড়ায়। যথাসম্ভব লম্বা পোশাক পরুন। দিনে ঘুমানোর ক্ষেত্রেও মশারী ব্যবহার করুন।

ডেঙ্গু প্রতিকারে করণীয়

- তীব্র জ্বর, মাথাব্যাথা ও মাংসপেশীতে ব্যাথা, শরীরে লালচে দানা ইত্যাদি ডেঙ্গু রোগের লক্ষণ হলেও সাম্প্রতিক কালে এর ব্যতিক্রম পাওয়া যাচ্ছে।
- জ্বরে প্যারাসিটামল ব্যতীত অন্য ব্যাথানাশক ঔষধ খাওয়া বিরত থাকুন। রোগীকে বেশি বেশি তরল খাবার খাওয়ান।
- জ্বর হলে নিকটস্থ হাসপাতালে চিকিৎসকের পরামর্শ গ্রহণ করুন ও ডেঙ্গু জ্বরের পরীক্ষা করুন।
- জ্বর ভালো হওয়ার পরও ডেঙ্গুজনিত মারাত্মক জটিলতা দেখা দিতে পারে। তাই সতর্ক থাকুন ও হাসপাতালে চিকিৎসা গ্রহণ করুন।

জনস্বার্থে: জাতীয় ম্যালেরিয়া নির্মূল ও এডিস বাহিত রোগ নিয়ন্ত্রণ কর্মসূচী রোগ নিয়ন্ত্রণ শাখা, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, মহাখালী, ঢাকা।

DGHS MOH&FW BANGLADESH

স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়

World Health Organization Bangladesh

Regd. No. DA-35 Monthly The Agradoot Bangladesh Scouts, Year 67, Issue 06, June -2023

ISO 9001 : 2000 CERTIFIED

পাওয়ার গ্রীড কোম্পানী অব বাংলাদেশ লিঃ

POWER GRID COMPANY OF BANGLADESH LTD.

(An Enterprise of Bangladesh Power Development Board)

ন্যাশনাল পাওয়ার গ্রীড এর সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে মান সম্পন্ন বিদ্যুৎ নিরবিচ্ছিন্নভাবে দেশের সকল মানুষের নিকট পৌঁছে দেয়াই আমাদের অঙ্গিকার

- গ্রীড উপকেন্দ্র, গ্রীড লাইন ও টাওয়ার আমাদের জাতীয় সম্পদ, তা রক্ষা করা আমাদের সকলের দায়িত্ব।
- গ্রীড উপকেন্দ্র, সঞ্চালন লাইন ও বৈদ্যুতিক টাওয়ারের গুরুত্বপূর্ণ যন্ত্রাংশ চুরি প্রতিরোধে সহায়তা করুন, বড় ধরণের বিদ্যুৎ বিপর্যয় থেকে দেশকে বাঁচান।
- অবৈধ বিদ্যুৎ ব্যবহারকারীদের বিরুদ্ধে সোচ্চার হোন এবং বিদ্যুৎ চুরি প্রতিরোধে বিদ্যুৎ কর্মীদের সহায়তা করুন।
- বৈদ্যুতিক টাওয়ারের সংস্পর্শে আসবেন না, নিরাপদ দূরত্ব বজায় রাখুন।
- গ্রীড লাইন ও টাওয়ার হতে নিরাপদ দূরত্ব বজায় রেখে স্থাপনা নির্মাণ করুন।
- বৃক্ষরোপন কর্মসূচী পালন কালে গ্রীড লাইন ও টাওয়ার হতে নিরাপদ দূরুত্বে স্থান নির্বাচন করুন।
- আপনার গ্রাহক অধিকার এবং দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে সচেতন হোন।
- বিদ্যুৎ ব্যবহারে সাশ্রয়ী হোন। মনে রাখুন আপনি বিদ্যুৎ সাশ্রয় করলে তা অন্য একজন ব্যবহার করতে পারে। এমনকি ইহা গুরুত্বর অসুস্থ একজনের জীবন বাঁচানোর কাজে লাগতে পারে।
- বিদ্যুৎ অপচয় রোধে সচেতনভাবে ফ্যান, বাতি ও অন্যান্য বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতি ব্যবহার করুন।
- বিদ্যুৎ সাশ্রয়ী (CFL/T5) বাল্ব ব্যবহার করুন।
- দিনের আলোতে প্রয়োজনীয় কাজ শেষ করুন।
- বিকাল ৫:০০ টা হতে রাত ১১:০০টা পর্যন্ত সময়ে দোকান, শপিংমল, বাসাবাড়ীতে আলোকসজ্জা হতে বিরত থাকুন। এ সময়ে সর্বোচ্চ জাতীয় বিদ্যুৎ চাহিদার গ্রাহক প্রান্তের ব্যবস্থাপনায় সক্রিয় ভূমিকা রাখুন।

Editor: Md Abdul Haque, Published by Unue Ching, Executive Director (Acting) on behalf of Bangladesh Scouts, National Scout Bhaban
60, Anjuman Mufidul Islam Road, Kakrail, Dhaka-1000, Bangladesh. Phone: 9337714. Printed by: Sristy Printing and Packaging, Purana Paltan, Dhaka-1000